NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সাজানো বাগানের অনুভূতিতে নেই মনোজ মিত্র

আবাসের টাকা চুরি, হাইকোর্টের নির্দেশে এফআইআর ৫

কলকাতা ১৯ নভেম্বর ২০২৪ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.11.2024, Vol.18, Issue No. 158 8 Pages, Price 3.00

শীতের আগমনে পড়ন্ত বিকেল...

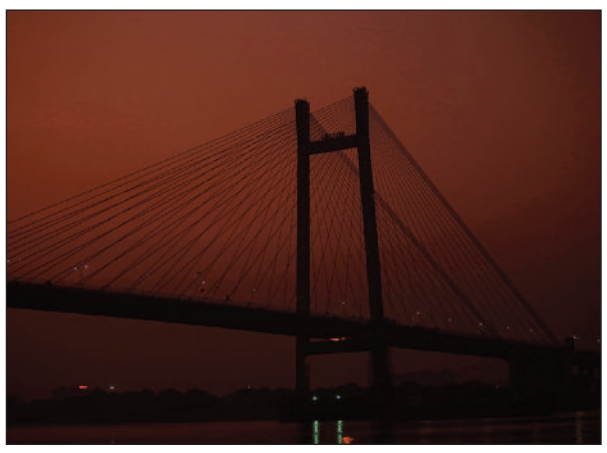

একটু দেরিতে হলেও নভেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শহরে হালকা শীতের আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যেও নামছে ঝুপ করে। হালকা কুয়াশামাখা হাওড়া ব্রিজ ও প্রিন্সেপঘাট থেকে নৌকাবিহারের ছবি দুটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

অগ্নিগর্ভ মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাড়ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত শাহের মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি ও ইম্ফল, ১৮ নভেম্বর: ফের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মণিপুরের। ছ'জনের দেহ উদ্ধারের পর থেকে মেইতেইদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত মণিপুর। মণিপুরের অশান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) পাঠাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওই রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার নিজের মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন শাহ। মন্ত্রক সূত্রের খবর, সেখানেই এই অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি কোম্পানির সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০০। সেই মোতাবেক ওই রাজ্যে আরও পাঁচ হাজার জওয়ান পাঠাচ্ছে শাহের মন্ত্রক। এমনিতেই ওখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ এবং সেনার সঙ্গে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

রবিবার মহারাষ্ট্রে প্রচারের কর্মসূচি বাতিল করে দিল্লি ফিরে গিয়েছিলেন শাহ। সূত্রের খবর, দিল্লি পৌঁছে বৈঠক করেছিলেন তিনি। এর পর সোমবার আবার নিজের মন্ত্রকের কর্তাদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি। মন্ত্রক সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার পরেই সেখানে আরও ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের পরিস্থিতি দেখতে একটি দল পাঠাতে পারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও।

এর আগে সোমবার সকালে মণিপুরের তিনটি মামলার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কোন তিনটি মামলা এনআইএ-কে দেওয়া হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুধু জানা গিয়েছে, হিংসা, প্রাণহানি সংক্রান্ত এই তিন মামলার তদন্ত করছিল মণিপুর পুলিশ। তাদের কাছ থেকে নিয়ে তদন্তভার তুলে দেওয়া হল এনআইএ-র হাতে। মনে করা হচ্ছে, তদন্তে গতি আনতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের সংঘাতের কারণে উত্তপ্ত মণিপুর। সেই হিংসার প্রথম পর্বে জিরিবাম জেলায় সংঘাতের আঁচ পড়েনি। সম্প্রতি সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী এবং কুকি জঙ্গিদের গুলি বিনিময় হয়। সে সময় একই মেইতেই পরিবারের তিন মহিলা এবং তিন শিশুকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। বাহিনীর গুলিতে ১০ জন কুকি জঙ্গির প্রাণ গিয়েছে। কুকি সম্প্রদায়ের দাবি, নিহতেরা 'গ্রামের পাহারাদার'। ওই ঘটনার পর থেকে অপহৃতদের খোঁজ মেলেনি। জিরি নদীতে ছ'জনের দেহ মিলেছে। মেইতেইদের দাবি, ওই দেহ অপহৃতদের। যদিও এই নিয়ে পুলিশ বা প্রশাসন কিছু নিশ্চিত করেনি। এই দেহ মেলার পর থেকে উত্তপ্ত জিরিবাম জেলা। আঁচ এসে পড়েছে ইম্ফল উপত্যকায়। মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। ইম্ফল পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পৈতৃক বাড়িতে হামলার চেষ্টা হয়। বিক্ষোভকারীদের রুখতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে বাহিনী। এ বার পরিস্থিতি সামাল দিতে পাঠানো হচ্ছে আরও বাহিনী।

অন্যদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানী ইম্ফলে বিজেপি এবং শরিক দলগুলির বিধায়কদের জরুরি বৈঠকে ডাকেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন। রাজ্যের পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ বলে দাবি করে রবিবার সমর্থন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে কনরাড সাংমার দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ডাকাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারও কারও মতে, পরিষদীয় শক্তির বিচারে সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই এই বৈঠকের ডাক দেন বীরেন।

আত্মরক্ষায় বাড়ির সামনে বাঙ্কার

ইম্ফল, ১৮ নভেম্বর: বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে মণিপুর। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে সে রাজ্যে। বিক্ষোভকারীদের রোষের মুখ থেকে বাদ পড়ছেন না রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কেরা। অনেক বিধায়কের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। এ হেন পরিস্থিতিতে হামলার হাত থেকে বাঁচতে মণিপুরের এক মন্ত্রী নিজের বাড়ির সামনে বাঙ্কার তৈরি করলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর দাবি, আত্মরক্ষার জন্য বাড়িতে অস্ত্রও মজুত রেখেছেন। মণিপুরের জনস্বার্থ ও কারিগরি মন্ত্রী তথা খুরাইয়ের বিধায়ক লেইশাংথেম সুসিন্দ্র মেইতেই তাঁর বাড়িতেই একটি বাঙ্কার তৈরি করেছেন। লেইশাংথেম জানিয়েছেন, 'পরিস্থিতি ভাল নয়। আমার আপ্তসহায়ক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এমনকি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানও আক্রান্ত। আমাদের তাই এখন নিজেদেরই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই কারণেই আমি বাড়ির সামনে বাঙ্কার বানিয়েছি। আমরা চাই শান্তি ফিরুক।'

ট্যাবকাণ্ডে আত্মীয়দের নিয়ে কারবার পাতেন ধৃত শিক্ষক

ইসলামপুরের ধৃতদের আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিলিগুড়ি থেকে সদ্য ধৃত প্রাথমিক শিক্ষককে ট্যাব-কাণ্ডের 'অন্যতম মূলচক্রী' বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, প্রাথমিক শিক্ষকের সঙ্গে যে দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁরা তাঁর আত্মীয়। ফলে তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন, ওই শিক্ষকই আত্মীয়স্বজন সঙ্গে নিয়ে জালিয়াতি কারবার ফেঁদেছিলেন।

কলকাতার সরশুনায় ট্যাবের টাকা চুরির অভিযোগে রবিবার শিলিগুড়ি থেকে দিবাকর দাস, বিশাল ঢালি এবং গোপাল রায় নামে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত দিবাকর ওরফে বিট্টু ট্যাব-কাণ্ডের 'অন্যতম মূলচক্রী'। এর আগে লালবাজার দাবি করেছিল, চোপড়া এবং তার আশপাশের এলাকা ট্যাব কেলেঙ্কারির আঁতুড়ঘর। ঘটনাচক্রে, দিবাকরও উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দাসপাড়ার বাসিন্দা। ধৃত বিশাল দিবাকরেরই মাসির ছেলে। আর বিশালের দিদিকে চলতি বছরের মার্চ মাসে বিয়ে করেছিলেন গোপাল। বিশাল এবং গোপাল দু'জনের দার্জিলিং জেলার চম্পাসরির বাসিন্দা।

রবিবার রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি মলের সামনে থেকে তিন জনকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁরা পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। সেই সময়েই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে রবিবার বিকেলে ইসলামপুর নাকা চেকিংয়ের সময় বাস থেকে ধৃত ৪ ও পরবর্তীতে আরও ১ মিলিয়ে মোটজনকে এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ইসলামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানিয়েছেন, 'ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ২ টো পৃথক কেসে মোট ৫ জনকে এদিন আদালতে পেশ করা হয়। তার মধ্যে তমলুক পুলিশের কেস কানেকশনে উসমান আলি, মনসুর আলম, রৌশন জামাল কাবের আলিকে ৩ দিনের ট্রানজিট রিমান্ড চাওয়া হলে আদালত তাদের ২ দিন মঞ্জুর করে। অপর কেসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর থানার কেস ৩ দিনের বদলে ২ দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে।' জানা যায়, ৫ জনের মধ্যে ধৃত চারজন জন বিহারের কিষানগঞ্জের দিকে সরকারি বাসে করে যাচ্ছিল ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ইসলামপুরের থানা সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সেই সরকারি বাস থেকে ৪ জনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চার জন দিল্লি পালিয়ে যাচ্ছিল। চোপড়া ব্লকের বাসিন্দা এই চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরা শিক্ষা দপ্তরের পোর্টালে ঢুকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বদল করার কাজ করত। এদের জেরা করে পরবর্তী সময়ে ইসলামপুর থেকে আরও ১ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কনভয়ের সামনে ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকা মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে একজনের চলে আসার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেরোনোর সময় আচমকা তাঁর গাড়ির সামনে চলে আসেন এক ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে থাকা পুলিশ কর্মীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম শেখ সমীরুল(৩৫)। সোমবার কোনও অনুমতি ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এরপরই পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক আধিকারিকরা তাঁকে শিবপুর থানায় নিয়ে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি কাপড় ব্যবসায়ী। তবে কিন্তু লকডাউনের সময় থেকে সেই ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। সমীরুলের স্ত্রী-ও তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। সব মিলিয়ে মানসিক অবসাদ ছিল তাঁর। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

আইন বদলাচ্ছেন মহম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর: বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে আওয়ামী লীগকে নির্বাসনে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। এই উদ্দেশ্যে সে দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন সংশোধনের খসড়া প্রকাশিত হয়েছে সোমবার। সংশোধিত আইন অনুযায়ী কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন খুন, গুম, নির্যাতনের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের স্বীকৃতি স্থগিত বা বাতিল করা যাবে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'য় প্রকাশিত প্রতিবেদন জানাচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার এখন সংশোধনী প্রস্তাবগুলো আরও যাচাই, বাছাই করছে।

সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে ইডি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: ইডি বা অন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে থাকা মামলাগুলিতে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অতীতে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টেও প্রশ্নের মুখে পড়ল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'লাইভ ল'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, আর্থিক দুর্নীতি দমন আইনের (পিএমএলএ) আওতায় মামলাগুলিতে সাজার হার কম হওয়ার বিষয়টি ভাবাচ্ছে শীর্ষ আদালতকে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূয়ানের বেঞ্চে একটি পিএমএলএ মামলার শুনানি ছিল। ওই শুনানির একটি পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

ভোট প্রচারে ইতি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: লোকসভা ভোটের ছ'মাস পরে পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের দুই রাজ্যে শক্তি পরীক্ষায় এনডিএ এবং বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। সোমবার মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনের সবগুলিতেই প্রচার শেষ হচ্ছে। বুধবার ওই কেন্দ্রগুলিতে ভোটগ্রহণ হবে। একই সূচি বাংলার পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় দফায় ভোট হয়ে যাওয়া ৩৮টি আসনেও। দু'রাজ্যেই গণনা ২৩ নভেম্বর (শনিবার)।

জগদ্দলে তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত মূল অভিযুক্ত সুজল প্রসাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চায়ের দোকানে বসে থাকা তৃণমূল নেতা অশোক কুমার সাউকে গুলি করে হত্যা করেছিল দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই কৌসর আলি ও সুরজ পাসোয়ানকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার রাতে পুলিশ আরও দু-জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সোমবার ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার আলোক রাজোরিয়া সাংবাদিক বৈঠকে জানান, মৃতের ছোট ভাই প্রদীপ কুমার সাউ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কৌসর আলি ও সুজল পাসোয়াকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদে করে মূল অভিযুক্ত সুজল প্রসাদ ও সানি দাসকে বর্ধমান স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মকে পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি ভাটপাড়া থানার কলাবাগান এলাকায়। ধৃতেরা বিহারে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের ওরা খোঁজ করছিল। অন্যত্র যাবার সময় ওই দুজনকে বর্ধমান স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ধরা হয়েছে।

যদিও তাছাড়া ভাটপাড়া থানার কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা আরও তিন অভিযুক্ত রাহুল, ভোদু ও সুমিত এখনও অধরা। ব্যারাকপুর কমিশনার আরও জানান, ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে আকাশ প্রসাদ খুন হয়েছিল। সেই খুনের ঘটনায় এফআইআরে নাম ছিল অশোক সাউয়ের। তাঁর দাবি, দাদার খুনের বদলা নিতেই সুজল প্রসাদ অশোককে খুনের পরিকল্পনা করেছিল। পুলিশ কমিশনার জানান, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অশোক সাউকে গুলি করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় সুজল প্রসাদ ও সানি দাস জড়িত ছিল। তবে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত দুটি আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

র‍্যাগিংয়ে মৃত ডাক্তারি পড়ুয়া

■ সিনিয়র দাদাদের দ্বারা র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে মৃত্যু হল প্রথম বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়ার। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে গুজরাতের ধারপুর পাটনে জিএমইআরএস মেডিক্যাল কলেজে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় ওই পড়ুয়াকে। যার জেরেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ওই তরুণের।

গ্রেপ্তার বিষ্ণোইয়ের ভাই

■ লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ছোট ভাই আনমোল বিষ্ণোই ওরফে ভানু গ্রেপ্তার আমেরিকায়। সূত্রের খবর, ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, চলতি মাসের শুরুতেই আমেরিকায় লরেন্সের ভাইয়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল।

বিজেপিতে গেহলৌত

■ জল্পনার অবসান। আম আদমি পার্টি (আপ) ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিজেপিতে যোগ দিলেন কৈলাস গেহলৌত। রবিবার দুপুরে দিল্লির রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। আপ ছাড়ার পরই তাঁর বিজেপি যোগ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। সোমবার বিজেপিতে যোগ দিয়ে কৈলাস বলেন, 'আপ ছাড়া আমার পক্ষে খুব সহজ পদক্ষেপ ছিল না। সেই প্রথম দিন থেকে আপের সঙ্গে ছিলাম। আন্না হাজারের আন্দোলনেও যুক্ত থেকেছি।' তার পরই তিনি বলেন, 'অনেকে মনে করছেন আমি রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিংবা কোনও চাপের মুখে পড়ে আপ ছেড়েছি। আমি তাঁদের বলতে চাই, কোনও চাপ ছিল না।'

মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার শাসনে

■ যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড শাসনে। উত্তপ্ত এলাকা, রাতভর পথ অবরোধ, জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ, জখম পুলিশকর্মী-সহ ৯ জন। গ্রেপ্তার এক মহিলা সহ ৯ জন। মৃত আলামিন সাহাজির পরিবারের অভিযোগ, ওই যুবককে পিটিয়ে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তাঁদের ফিরিয়ে দেয়। রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজারহাট-বারাসাত সড়কের ওপর মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধ তুলতে গেলে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। তাতে আইসি-সহ পাঁচ পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। *বিস্তারিত জেলার পাতায়*

রক্তক্ষরণ অব্যাহত

■ সপ্তাহের প্রথম দিনেই প্রায় ২৫০ পয়েন্ট নামল সেনসেক্স। নিফটিতে প্রায় ৮০ পয়েন্টের পতন। সোমবার, ৭৭,৩৩৯.০১ পয়েন্টে গিয়ে থেমে যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)। সকালে যা খুলেছিল ৭৭,৮৬৩.৫৪ পয়েন্টে। অর্থাৎ ২৪১.৩০ পয়েন্ট নেমেছে সেনসেক্স। যা প্রায় ০.৩১ শতাংশ। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৭,৮৮৬.৯৭ পয়েন্টে উঠেছে সূচক।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দিল্লির দূষণের মাত্রা, সব স্কুল বন্ধের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: ক্রমশ উদ্বেগ বৃদ্ধি করছে দিল্লির দূষণ। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে স্কুল বন্ধ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। নতুন বিধিনিষেধ অনুযায়ী দিল্লিতে কেবল দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির জন্য স্কুল খোলা রাখতে বলা হয়েছিল। অন্য শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য অনলাইনে পঠনপাঠন শুরু হয়। কিন্তু দিল্লির আপ সরকারের এই নির্দেশ সোমবার শীর্ষ আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহ বেঞ্চের প্রশ্ন, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ফুসফুস কি আলাদা?

দিল্লি ছাড়াও জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিআর)-এ থাকা তিন রাজ্যের একাংশে স্কুল বন্ধ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়ে মামলা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই মামলার শুনানিতে দিল্লি এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের রাজধানী লাগোয়া অংশে থাকা স্কুলগুলিকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পড়ুয়াদের দূষণের হাত থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে আপাতত সশরীরে উপস্থিত হয়ে ক্লাস করতে না হলেও অনলাইনে ক্লাস চলবে। উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (গ্র্যাপ-৪) চালু করেছে দিল্লি সরকার। আট দফা বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছে। প্রথমে প্রাথমিক স্কুলগুলির ক্লাস অনলাইনে করানোর নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লির আপ সরকার। পরে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস করানোর কথা বলা হয়।

সোমবারের শুনানিতে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে ধমক দেয় সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। বিচারপতি এএস ওকা এবং বিচারপতি এজি মাসিহর বেঞ্চ জানতে চায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কড়া পদক্ষেপ করতে কেন এতটা সময় নেওয়া হল? এর পাশাপাশি বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত চতুর্থ পর্যায়ের 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (গ্র্যাপ-৪) বহাল রাখতে হবে। দিল্লিতে বাতাসের গুণমানের সূচক (একিউআই) যদি ৩০০-এর নীচে নেমে যায়, তা হলেও আদালতের অনুমতি ছাড়া গ্র্যাপ-৪ তুলে নেওয়া যাবে না।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৩/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Bikash Pan S/o. Madan Mohan Pan ও Bikash Pan S/o. Madan Pan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১১/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Siddharth Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sunil Chandra Ghosh ও Sunil Chandr Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৮/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৭৫ নং এফিডেভিট বলে Bhadrasi Prasadrao S/o. Bhadrasi Appala Suryanarayan ও B. Prasad Rao S/o. B. A. Surnarayana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি । আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৭৬.

নাম-পদবী
গত ১৩/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৩৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Somnath Dasmandal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sankar Dasmandal ও Sankar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৪/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৭৬ নং এফিডেভিট বলে Sanat Kumar Koley ও Sanat Koley S/o. Kanai Lal Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sruti Koley.

নাম-পদবী
গত ১৩/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Shinjini Dhar D/o. Mrinmoy Dhar ও Shinjini Dhar Halder W/o. Rabin Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৮/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৫৯১ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Halim (old name) S/o. Sk Ibadat R/o. Champta, Haridaspur, Pandua, Hooghly-712147, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Halim (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Abdul Halim & Sk Halim S/o. Sk Ibadat উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Ramjan.

নাম-পদবী
গত ১৮/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৫৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Ramjan Ali (old name) S/o. Sk Halim R/o. Champta, Haridaspur, Pandua, Hooghly-712147, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Ramjan (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Ramjan Ali & Sk Ramjan S/o. Sk Halim উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৩/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৪৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeb Ghosh (old name) S/o. Jatin Ghosh, R/o. Palpara Jora Mandir East, P.O. & P.S. Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jaydeb Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Joydeb Ghosh & Jaydeb Ghosh S/o. Jatin Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ২১.০১.১৯৮০.

নাম পরিবর্তন
আমি, **Arjun Das Valecha Aadhaar No. 712942458673** পিতা স্বর্গীয় Chaith Ram Valecha, ঠিকানা- 26/1A, S. N. Roy Road Kolkata-38 P.S. : Behala. এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে, **Arjun Das Valecha, Arjun Das Valecha Surtani, Arjun Das, Das Arjun** এবং **Arjun Das Surtani** সকলই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। গত 12.11.2024 তারিখে 1st Class Judicial Magistrate এর Affidavit No.70362 বলে **Arjun Das Surtani** নামে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি
সর্ব্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, জেলা ও থানা- ঝাড়গ্রাম, মৌজা- মানিকপাড়া, জে. এল. নম্বর- ৫৬৫, হাল খতিয়ান নম্বর- ২৪৩০ অন্তর্ভূক্ত হাল দাগ নম্বর ২৭১ মধ্যে আমার মক্কেলগণ ১) নাবালক স্বরূপ পাতর, পিতা- প্রসিদ পাতর, পক্ষে অবিভাবক মাতা- অনিমা মাহাত পাতর, ২) প্রসূন পাতর, পিতা- পবিত্র পাতর, উভয় সাং ও পোঃ- ফুলগেড়িয়া, থানা- নারায়নগড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, বিগত ইং- ০৩/০৭/২০২৪ তারিখে A.D.S.R ঝাড়গ্রাম অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত যথাক্রমে ১৩৭৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ২ ডেঃ, জমির বিক্রেতা শ্যামাপ্রসাদ দে, পিতা- ষষ্ঠীচরন দে, সাং ও পোঃ- ইড়পাল, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর কর্তৃক নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার সৌমেন ব্যানার্জী, পিতা- শান্তিরঞ্জন ব্যানার্জী, সাং- ললিতাশোল, পোঃ- মানিকপাড়া, থানা ও জেলা- ঝাড়গ্রাম এর নিকট হইতে ইং ২৩/১০/২০২১ তারিখ A.D.S.R ঝাড়গ্রাম অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2910/21 নং আমমোক্তারনামা মূলে উক্ত জমি খরিদ করিয়া এযাবৎ ভোগদখল পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। আমার মক্কেলগণের উক্ত জমি খরিদ ও দখল সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ঝাড়গ্রাম B.L. & L.R.O অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদী সহ যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ সম্পুর্ন দায়মুক্ত অবস্থায়, নিজ নামে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ড প্রস্তুত করিয়া লইবেন।
PABITRA PRATIHAR
ADVOCATE
JHARGRAM DIST COURT
F/2107/2317 of 2017

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি
২৪ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা / ২০১৯
এতদ্বারা জানান যায় যে, শবনম সুলতানা, পিতা-সেখ সেতাউর রহমান সাং ও পোঃ- নন্দীগ্রাম, থানা নন্দীগ্রাম, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, এবং অপর একজন বাদী হইয়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম মৌজার সাবেক ১৫১ হাল ১৮৪, সাবেক ৬৯৫ হাল ৮৯৭, সাবেক ১৫৩ হাল ১৯২ মৌজা-বড়তল্যা সাবেক ৮৩৩ হাল ৯১৭ দাগের ভূমি সম্বন্ধে পার্টিশান ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবদ সেখ শাইফুর রহমান দীং কে বিবাদী করিয়া উপরোক্ত মোকদ্দমা করিয়াছেন। ঐ মোকদ্দমায় সেখ মেহেবুর রহমান পিতা সেখ শাইফুর রহমান সাং- বড়তলা, পোঃ-তাজপুর, থানা-নন্দীগ্রাম, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর ২৭ নং বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে উপরোক্ত মোকদ্দমার নোটিশ এড়াইয়া যাওয়ায় তাহার উপর নোটিশ জারির জন্য আদালত সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন। উপরিবর্নিত দাগগুলির ভূমি বিষয়ে সেখ মেহেবুর রহমান অথবা অপর কাহারও কোনও আপত্তি বা দাবী দাওয়া থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আগামী ইং ০৩/০১/২৫ তারিখের মধ্যে আদালতের উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
১১.১১.২০২৪ আদেশানুসারে,
সেরেস্তাদার, সুপ্রিয় মাইতি, হলদিয়া সিভিল (Sr. Divn)
হলদিয়া সিভিল জজ **(Sr. Divn)** আদালত, পূর্ব মেদিনীপুর

আমার মক্কেল ১। প্রশান্ত দাস, পিতা গনেশ দাস ও ২। সমীর নস্কর, পিতা সুফল নস্কর মহাশয়গন গত ইং ০৯.০৪.২০১৪ তারিখে হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪ (IV), সিডি ভ্যলুম নং. ১, পাতা নং-৪৮৯৮ হইতে ৪৯০৮, বিয়িং নং- ৩৯৭ নং পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে সাধন মালিক, পিতা জীবন কৃষ্ণ মালিক, সাং-দেবীপাড়া মহাশয়ের নিকট হইতে দেবীপাড়া মৌজায় হাল ৮৯৭ নং খতিয়ানে সাবেক/ হাল ১৬০০ নং দাগে ০.০২৫০ একর জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল ১। প্রশান্ত দাস, পিতা গনেশ দাস ও ২। মামনি পাঁজা, স্বামী দিলীপ পাঁজা মহাশয়/ মহাশয়া গত ইং ১৭.০৯.২০২১ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-১, ভ্যলুম নং. ০৫০২-২০২১, পাতা নং-৩০২৩৫২ হইতে ৩০২৩৭২, বিয়িং নং- ০৫০২০৮৫৭৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্যামল কয়াল, পিতা অনিল কয়াল, সাং-দেবীপাড়া মৌজায় হাল ৮৪৭ নং খতিয়ানে সাবেক/হাল ১৬০০ নং দাগে ০.১০০০ একর জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে নভেম্বর। ৩ রা অগ্রহায়ণ। মঙ্গল বার। চতুর্থী তিথি । জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ির কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ রাষ্ট্র নেতৃ ইন্দিরা গান্ধীর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
কেশব চন্দ্র সেনের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আদিবাসী জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিশেষ নজর সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ যেন তাঁরাই পান তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এজন্য প্রকল্পের প্রচার ও জনসংযোগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদিবাসী ও জনজাতিদের প্রশিক্ষনেও গতি আনতে বলা হয়েছে। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠক বসে। বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মন্ত্রী, বিধায়কদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের সচিব ও আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা জানান, আদিবাসীদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু যথাযথ প্রচার ও সচেতনতার অভাবে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা এইসব প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ বলে জানা গেছে। রাজ্যের চার জন জনজাতি মন্ত্রীকে আদিবাসী এলাকায় গিয়ে এই নিয়ে প্রচারে গতি আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ রয়েছে এমন জেলাগুলিতে ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য একটি কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। এই কমিটি ভাষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রসার এবং বিস্তারে কাজ করবে। পাশাপাশি ওই সব এলাকার বিধায়কদেরও সক্রিয়তা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও পাহাড়ের অনুকরণে জঙ্গলমহলেও হোম স্টের প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পর্যটনের বিকাশের পাশাপাশি স্থানীয়দের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বৈঠকে অভিযোগ জানানো হয়, আদিবাসী গ্রামগুলিতে বাইরে থেকে লোকেরা এসে হোম স্টে তৈরি করছেন। কিন্তু তাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কোনও উপকার হচ্ছে না। সে কারণে স্থানীয় যারা হোম স্টে তৈরি করতে ইচ্ছুক, তাঁদের উৎসাহ ও সরকারি অনুদান দিয়ে সাহায্য করার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। পর্যটন বিকাশে বিশেষত জঙ্গলমহল এবং সুন্দরবন এলাকায় হোম স্টেতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। তাই এই এলাকাগুলিকে স্পেশ্যাল ক্যাটাগরির আওতায় ইতিমধ্যে আনা হয়েছে। পর্যটনের বিকাশে রাজ্যকে যে পাঁচ জোনে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে ওই স্পেশ্যাল ক্যাটাগরি ছাড়াও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা রয়েছে বিশেষ জোনের আওতায়। ওই এলাকায় হোম-স্টে গড়ে তোলা হলে, সরকারের তরফে সুযোগ সুবিধা মিলবে অনেকটাই বেশি। এছাড়া যোগ্যরা যাতে সবাই যাতে জাতিগত সংশাপত্র হাতে পান সোমবার নবান্নের বৈঠকে তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তথা মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও দশরথ তিরকেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বৈঠক এড়িয়ে যান। এপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার জন্য সকলের জন্য দরজা সবসময় খোলা রয়েছে। এবার কেউ তাতে সামিল হবেন কিনা সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।

রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ হল শততম ‘বাল্মিকী প্রতিভা’

ভারতীয় বিদ্যা ভবন, পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনমূলক পরিষেবা (ওয়েস্টবেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস), টাচ ওয়ার্ল্ডের মতো সংগঠনগুলি। ১৭ বছর ধরে তারা অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে ক্ষমাশীলতা, সহানুভূতি এবং জ্ঞানের বার্তা। নাচ, গান, পোশাক পরিকল্পনা সবেতেই ছিল তাদের হাতের ছোঁয়া। বছরের পর বছর ধরে দর্শকদের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে এই শিল্পগুণ এবং সমাজ সংস্কারের বার্তা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার শেষবারের মতো যবনিকা পড়ল মঞ্চে। সৃষ্টি হল ইতিহাস। ১০০তম শো মঞ্চস্থ হওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হল অলকানন্দা রায় পরিচালিত ‘বাল্মিকী প্রতিভা’র দীর্ঘ যাত্রা। ২০০৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রথম বারের জন্য মঞ্চস্থ হয় এই নৃত্যনাট্য। সংশোধনাগারে বন্দিদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে প্রচলিত ধারণা থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে বদলে দেন অলকানন্দা। বরং সামনে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিভা এবং পুনর্বাসনের সম্ভাবনাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাল্মিকী প্রতিভা’য় ফুটে ওঠে দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মিকীতে রূপান্তরের গল্প। আর তাকেই নৃত্যনাট্যের রূপ দেন অলকানন্দা। যোগ্য সঙ্গতে ছিলেন কারাগারে বন্দিরা। অনুষ্ঠান আয়োজনে পাশে ছিল অবশেষে ইতি পড়ল তাতে। শততম শো-এ প্রেসিডেন্সি এবং মেদিনীপুর সংশোধনাগারের ৩০ জনেরও বেশি কারাবাসী ও কর্মকর্তারা অংশ নেন। শিল্পীদের অভিনয় প্রতিভা তুলে ধরে এক নতুন বাস্তবতার স্বাদ। মার্শাল আর্ট, লোকনৃত্য এবং শাস্ত্রীয় ভারতীয় নৃত্যের মিশেলে সাজানো এই নৃত্যনাট্যের সঠিক মেলবন্ধন অনুষ্ঠানটিকে আরও মনোগ্রাহী করে তোলে। এক অনন্য ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এবং অগণিত দর্শক। এই বিষয়ে অলোকনন্দা রায় বলেন, ‘এই শেষ মঞ্চায়ন সমাজে পরিবর্তন আনার প্রয়াসে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাল্মিকী প্রতিভার যাত্রা ছিল মানবিকতার উদযাপন, যার ঐতিহ্যের রেশ থেকে যাবে বহু বছর অবধি’।

রেলের তৎপরতায় বিয়ে বাঁচাল যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন সময় ট্রেন বাস মিস করার অভিজ্ঞতা সকলের আছে। অনেক সময়ে নিজের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বাস অথবা ট্রেনকে চোখের সামনে বেরিয়ে যেতে আফসোস করতে হয়েছে অনেক মানুষকেই। তবে সেটা যদি বিয়ে করতে গিয়ে মিস হয়, তাহলে সত্যি চিন্তার বিষয়। ঠিক এমনটাই ঘটেছে ১৬ নভেম্বর শুক্রবার। আর সেই ঘটনার সাক্ষী থাকলো হাওড়া স্টেশন। একবার সরাইঘাট মিস হলেই ভেস্তে যেত বিয়ে, বরযাত্রীর আবেদনে বরযাত্রীদের জন্য করিডর করে হাওড়ায় ট্রেন থামালেন রেলমন্ত্রী।

রেল সূত্রে খবর, ১৬ নভেম্বর মুম্বাই থেকে আসা একটি ৩৪ জনের ‘বারাত’ পার্টির সদস্য যারা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর আগে দেখতে পান সরাইঘাটের ছেড়ে যাওয়ার টাইম হয়ে গিয়েছে। এদিকে ৩৫ জনের ওই দলে ছিলেন অনেক বৃদ্ধ-বাচ্চারাও। তাই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস হাওড়ায় ঢুকলেও দৌড়ে ১২৩৪৫ আপ সরাইঘাটে ওঠা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে বরের সঙ্গে থাকা আত্মীয়, চন্দ্রশেখর ওয়াঘ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে এক্স-এ তাদের অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করে রেলকে আবেদন করেন চন্দ্রশেখর বাগ। ট্যাগ করেন রেল মন্ত্রীকেও। এরপরে অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তৎপর হন রেলকর্তারাও। মুম্বই-হাওড়া গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, যেটি হাওড়ায় দুপুর ১টা ০৫ মিনিটে পৌঁছানোর কথা ছিল, তা বিলম্বিত হয়েছিল এবং তারা আশঙ্কা করেছিল যে তারা হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস মিস করবে, যেটি বিকেল ৪টের দিকে আসামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। মুম্বই থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিল বর যাত্রীদের দল। প্রথমে তাঁরা ধরেছিলেন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। সেই ট্রেন চড়ে হাওড়া। তারপর সেখান থেকে সরাইঘাট এক্সপ্রেস। পরিকল্পনা ছিল এমনটাই। কিন্তু, মাঝরাস্তায় প্রায় ৩ ঘণ্টা লেট করে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। তাতেই ঘটে বিপত্তি। বরযাত্রী-সহ বর স্টেশনের কাছাকাছি এসে গেলেও জাস্ট একটুর জন্য বেরিয়ে যাচ্ছিল ট্রেন। শেষে মাঠে নামলেন রেলকর্তারা। তাতেই শেষ পর্যন্ত হয় মুশকিল আসান। শেষে হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং সিনিয়র ডিসিএম হাওড়ার নির্দেশে হাওড়া স্টেশনে মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় বিশেষ করিডর। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বেশ কিছু সময়ের জন্য হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে সরাইঘাট এক্সপ্রেস। অন্যদিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা হয় গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের চালককেও। দ্রুত তাঁকে ট্রেন নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ঢুকতে বলা হয়। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২১ নম্বরে ঢোকার কথা গীতাঞ্জলির, ৯ দাঁড়িয়ে সরাইঘাট। ততক্ষণে বরযাত্রীদের সঙ্গে থাকা জিনসপত্র দ্রুত ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে ততক্ষণে তৎপর রেল কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত হাওড়ায় দেখা মেলে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের। ঢোকা মাত্রই দ্রুত বরযাত্রীদের সরাইঘাটে তুলে দেন রেল কর্মীরা। অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বরযাত্রীরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মেগা লাকি ড্র’র বিজেতাদের নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তার ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রত্যেক বছরের মত এই বছরেও প্রাক পুজোতে ‘শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার’ এবং প্রাক দীপাবলিতে ‘চমক ভরা ধনতেরাস’ আয়োজন করেছিল।

প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহারের পাশাপাশি বিশেষ ছাড় এবং ডেইলি লাকি ড্র ও মেগা লাকি ড্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। দেশের গর্ব প্রখ্যাত খুদে দাবারু আর্শিয়া দাস-এর উপস্থিতিতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে প্রতি শাখা শোরুমের শারদীয়া এবং ধনতেরসের মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়। মেগা লাকি ড্র’য়ের বিজয়ীরা হলেন সেবেরি দেববর্মা, রাজীব রুদ্র পাল, রূপালী পাল। আর্শিয়া এই পর্বে উপস্থিত থাকতে পেরে তার উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং সমস্ত বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা সমস্ত ক্রেতা বন্ধুদের সংস্থার পাশে থাকার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ‘এই বছর, এই চমক আরও বিশেষভাবে আমাদের কাছে ধরা

দিয়েছে কারণ এটি ‘স্বর্ণ সম্ভার’ এর ২২তম সংস্করণ। একইসঙ্গে ‘চমক ভরা ধনতেরাস’-এর ১৯তম বর্ষের সংস্করণের উৎযাপন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের এই যাত্রায় এটা উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক। আর যাঁদের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের নিয়ে উদযাপন করার মতো আনন্দ আর কোনও কিছুতেই হয় না। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আগামী দিনে আরো ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব।’

সারের কালোবাজারি রুখতে কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলুর বীজ বপনের চলতি মরশুমে সার নিয়ে কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকার কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে। আলু চাষের জন্য ব্যবহৃত এনপিকে সারের চাহিদার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে বাজারে এই সারের দাম কৃত্রিমভাবে না বাড়িয়ে দেয় তা দেখতে বলা হয়েছে। এনিয়ে কৃষকদের মধ্যে যাতে অসন্তোষ তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিটি ব্লকে কৃষকরা নায্যমূল্যে আলু চাষের জন্য এনপিকে সার, বাজার থেকে পাচ্ছেন কিনা তা দেখতেও কৃষি দপ্তর জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এজন্য সপ্তাহে অন্তত একবার প্রতিটি ব্লকে কৃষি আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। সার সরবরাহ ঠিক আছে কিনা, কালোবাজারি হচ্ছে কিনা, এই নিয়ে কৃষকদের কোনও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কিনা। তা পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় রাজ্যে আসন্ন রবি মরশুমে আলু-সহ বিভিন্ন শাকসবজি চাষে সারের জোগানে ঘাটতি দেখা যেতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাতে থাকা সারের সুষম বণ্টন এবং বিকল্প সারের ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে সারের কালোবাজারি রুখতেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় যেটুকু সার রাজ্যের হাতে রয়েছে তার যাতে সুষম বণ্টন হয় সে ব্যাপারে সরবরাহকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিভিসির বাঁধ থেকে অপর্যাপ্ত জল ছাড়া এবং ঘূর্ণিঝড় দানার কারণে ইতিমধ্যেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কৃষকেরা। এখন সারের ঘাটতির কারণে যাতে তাদের কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় রাজ্য সরকার তা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি ই-পস মেশিনে বাধ্যতামূলকভাবে বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে চাষিদের কাছে সার বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে। সার বিক্রির সময় চাষিদের অতিরিক্ত কিছু বিক্রি করা যাবে না বলে ব্লকের কৃষি আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে তাদের নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ২০২৪, ৩ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার

তৃণাঙ্কুরকে বিঁধলেন সাংসদ কল্যাণ

প্রকাশ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাজিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: থ্রেট কালচার নিয়ে তৃণমূলের কাজিয়া এবার প্রকাশ্যে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে দেখা গেল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মেডিক্যালে সাসপেন্ডেড ছাত্রদের পাশে না দাঁড়ানোয় তৃণাঙ্কুরকে এক হাত নেন কল্যাণ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতির পদ থেকে তৃণাঙ্কুরকে সরানোরও দাবি তোলেন তিনি। কল্যাণের অভিযোগ, তৃণমূল করায় বাম-অতি বামের থ্রেট কালচারের মুখে ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে তৃণাঙ্কুর তাঁদের পাশে দাঁড়াননি। বরং সেখানে তিনি ও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ছাত্রদের পাশে থেকে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এহেন দাবির পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ অন্দরে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে কি না। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, তৃণাঙ্কুর বিরোধী লবি সক্রিয় হয়ে উঠেছে কি না তা নিয়েও। কারণ, বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে তৃণাঙ্কুর বিরোধী লবি নাকি দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। আর তারই জেরে সংগঠনের মধ্যেই নাকি চাপে সভাপতি তৃণাঙ্কুর। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগে তৃণাঙ্কুর বিরোধী এই লবি বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশ। এদিকে তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে এও শোনা যাচ্ছে, টিএমসিপি-র ভূমিকায় খুশি নন তৃণমূল নেতৃত্ব।

অপসারিত টিএমসিপি নেত্রী রাজন্যা হালদার বলেন, 'অনেক নেতা-নেত্রী যাঁরা এই প্রশ্ন করছেন, তাঁরাও কিন্তু ক্রাইসিস মোমেন্টে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থাকেনি। যদি কেউ থেকে থাকে, যিনি সামনে থেকে কেসটি লড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম প্রান্তিক চক্রবর্তী। সুতরাং এই প্রশ্ন করার অধিকার আর স্টেপ ডাউনের ডিম্যান্ড, যেটা তিনি করছেন, সেটা করার অধিকার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। আর তিনি যাঁর বিরুদ্ধে করছেন, তিনিও যে নিরুত্তর, সেটাও স্বাভাবিক। কারণ তাঁরা কেউই সে সময়ে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে ছিলেন না।'

টিএমসিপি-র অপসারিত সহ সভাপতি প্রান্তিক চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'ডাক্তারি ছাত্ররা যখন অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনিই বা কোথায় ছিলেন? আমাকে ছবিটি বন্ধ করতে বলার পর, আমি বন্ধ করেছিলাম। এটা দলীয় শৃঙ্খলা। এখানে যিনি বলেছেন, তিনি দলের বড় হিসাবে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলেন। টিএমসিপি-র সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল।' এখানে উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে একটি 'শর্ট ফিল্ম' তৈরি করেছিলেন প্রান্তিক চক্রবর্তী। তাতে অভিনয় করেছিলেন রাজন্যা। দল সেই শর্ট ফিল্ম মুক্তির অনুমতি দেয়নি। গোটা বিষয়ে তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় জানান, ' আমার অনেক ব্যাপারই জানা নেই। আমি যেহেতু কোনও সাংগঠনিক দায়িত্বে নেই, কেন মুখ খুলেছে, কী বলেছে, তার সত্যতা কী, বলতে পারব না।'

কসবাকাণ্ডে নয়া তথ্য, পাল্টানো হয়েছিল স্কুটারের নম্বর প্লেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে কসবা কাউন্সিলরের উপরে হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত স্কুটারের নম্বর চিহ্নিত করলেন গোয়েন্দারা। এরপর সামনে আসে আরও ভয়ঙ্কর এক তথ্য। কারণ, স্কুটারে নম্বর খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারে আদতে ওই নম্বর ব্যবহৃত স্কুটারের নয়। হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত স্কুটারের নম্বর আগে থেকে পাল্টে অন্য একটি স্কুটারের নম্বর ব্যবহার করেছিল গুলজার।

তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, গুলজার ওই স্কুটারটি বেশ কিছু দিন আগে এক ব্যক্তির থেকে কিনেছিল। যার কাছ থেকে স্কুটার কিনেছিল, তাঁকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তদন্তকারীরা। কবে বিক্রি করেছিলেন, কত টাকা দিয়ে বিক্রি করেছিলেন সে ব্যাপারেও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, কাউন্সিলরের উপরে হামলার জন্য পুরোনো স্কুটার কিনেছিল গুলজার। তারপর আসল নম্বর পাল্টে ভুয়ো নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হয়। তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, কাউন্সিলরের উপরের হামলার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দু'জন অভিযুক্তের পুরনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ড রয়েছে। বিহারের এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী পাপ্পু চৌধুরী গ্যাঙের সদস্য ওই দু'জন। বিহার পুলিশের থেকে তাদের পুরনো অপরাধ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন লালবাজারের গোয়েন্দা আধিকারিকেরা।

টিটাগড়ে এটিএম কাউন্টারে টেপ সাটিয়ে রাখা ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় ব্রহ্মস্থান এলাকায় বিটি রোডের ধারে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারে যেখান থেকে টাকা বেরোয়, সেখানে কালো টেপ সাটানো ঘিরে সোমবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে টিটাগড়ের গুড সেড রোডের বাসিন্দা তরুণী রানি চৌহান ওই এটিএম কাউন্টারে পাঁচ হাজার টাকা তুলতে আসেন। কিন্তু মেশিন থেকে টাকা বের হয়নি। অথচ তাঁর ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। ততক্ষনাৎ ওই তরুণী তাঁর দিদি রঞ্জনা রজককে ফোন করে ডাকেন। টাকা হাতে না পাওয়ায় এটিএম কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দুই বোন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। দুই বোনের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এটিএম কাউন্টারের কাছে ছুটে আসেন। স্থানীয় এক যুবক ওই এটিএম কাউন্টারে আটকে থাকা টাকা বাইকের চাবি ঢুকিয়ে টেপ সরিয়ে বাইরে বের করেন। তারপর সেই টাকা রানির হাতে তিনি তুলে দেন। এদিকে এটিএম কাউন্টারে টেপ সাটানোর খবর চাউর হতেই স্থানীয়রা ওই এটিএম কাউন্টারের সামনে জমায়েত হন। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে টিটাগড় থানার পুলিশ। কারা ওই এটিএম কাউন্টারে টেপ লাগিয়ে রাখছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই ওই এটিএম কাউন্টার লাগোয়া আরেকটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারে একই ঘটনা ঘটেছিল। এটিএম কাউন্টারগুলোতে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়নের দাবিতে এদিন সোচ্চার হন স্থানীয়রা।

নানা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সৌগত রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের পর এবার সুশান্ত ঘোষকে গুলি করার চেষ্টা। কলকাতায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তো উঠছেই, প্রশ্ন উঠছে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও। আর এবার শুধু আন্দোলনে বা স্লোগানে নয়, খোদ শাসক দলের নেতাদের মুখে শোনা যাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের সমালোচনা। সমালোচনা করেছেন খোদ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আর এবার পুলিশের কাজে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কেও। এক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে পুলিশের সমালোচনা করতে শোনা যায় দমদমের এই বরিষ্ঠ সাংসদকে। রবিবার কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বক্তব্যের মাঝে সৌগত রায় জানতে চান, 'পুলিশ কী করে? কলকাতা শহরে পিস্তল আসছে কীভাবে? বর্ডারে দেখার কোনও লোক নেই? পুলিশ কাউকে ধরতে পারে না?'

একই সঙ্গে আরজি কর কাণ্ডেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গেল সৌগত রায়কে। বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের প্রশ্ন, কীভাবে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার সবার অলক্ষ্যে চারতলায় উঠে গেল তা নিয়েও। খোদ শাসকদলের সাংসদ মঞ্চ থেকে বললেন, 'কেন একটি মেয়ের সঙ্গেও এটা হবে? কেন আমরা এগুলো আটকাতে পারি না?'

এদিন সৌগত রায় এও বলেন, 'সুশান্ত ঘোষকে গুলি করার চেষ্টা হয়েছে। এটা পুলিশের ব্যর্থতা। পুলিশ কাজ করতে পারছে না। বিহার থেকে কীভাবে আসতে পারে অস্ত্র? এটা খুবই খারাপ, দুঃখের, চিন্তার।'

উল্লেখ্য, এরআগে একই প্রশ্ন তুলেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। কসবা কাণ্ডের পর তিনি বলেন, 'পুলিশকে বলব, অ্যাকশন নাও। পুলিশ কোথায়?' মেয়রের মন্তব্যকে সমর্থন করেন সৌগত। বলেন, 'পুলিশ ব্যর্থ। অন্তর্ঘাত কি না এসব মন্তব্য করব না। কিন্তু পুলিশ ব্যর্থ। ফিরহাদ হাকিম ঠিকই বলেছেন।'

জুতো চুরি নিউটাউনের অভিজাত আবাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অদ্ভুত অভিযোগ উঠল নিউটাউনে। টাকা বা গয়না নয়, আবাসনে ঢুকে চোর নিয়ে যাচ্ছে জুতো। ইদানিং নিউটাউনে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে বহু অভিজাত আবাসন থেকে জুতো চুরি যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। চুরির ধরণ দেখে অবাক আবাসনের বাসিন্দারা। ধর্মীয় তীর্থস্থান থেকে জুতো চুরির কথা শুনেছেন কিন্তু আবাসন থেকে জুতো চুরির ঘটনা বিরল থেকে বিরলতম। বেছে বেছে ফ্ল্যাটে গিয়ে শুধুমাত্র জুতোই কেন চুরি করা হচ্ছে। আর সেখান থেকে এ প্রশ্নও উঠেছে কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠে কোন নতুন গ্যাং সক্রিয় হচ্ছে কি না তা নিয়েও। ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে নিউ টাউন থানায়। সিসিটিভি থেকে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ১২ নভেম্বর নিউটনের বেশ কয়েকটি অভিজাত সরকারি এবং বেসরকারি আবাসন থেকে জুতো চুরির ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন বাসিন্দারা। নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছেন তাঁরা। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বহু টাকা ব্যয় করে লাগানো হয়েছিল ৪৮টি সিসিটিভি। বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীও নিযুক্ত করা হয়। তারপরও এই ঘটনা কীভাবে ঘটল! এক বাসিন্দা বলছেন, চুরির ধরণ দেখে মনে হচ্ছে, রেইকি করে চুরি করা হয়েছে। কার বাড়িতে কোন জিনিস আছে, সেটা জেনেই চুরি করা হয়েছে। এই ঘটনায় আগামীদিনে বড়সড় চুরির ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, রাতের শহরে পুলিশের টহলদারির অভাব রয়েছে। নিউটাউন থানায় সিসিটিভি ফুটেজ জমা দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

এন্টালিতে পরিত্যক্ত কারখানা ভেঙে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: এন্টালিতে ভেঙে পড়ল একটি পরিত্যক্ত কারখানার একাংশ। মৃত্যু হয়েছে দুই জনের। মৃতদের নাম সাজিদুর রহমান ও মুজিবুর রহমান। তাঁরা সম্পর্কে দুই ভাই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিকে সূত্রে খবর, ২৩ নম্বর কনভেন্ট রোডে পরিত্যক্ত এই বাড়ির মধ্যেই ছিল একটি কারখানা। যা প্রায় ৪০ বছর ধরে বন্ধ। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি সংস্থা পরিত্যক্ত কারখানাটি কিনেছে। এদিন রাতে কারখানার ভিতরে জোরে শব্দ শুনতে পান পরিত্যক্ত কারখানার কেয়ার টেকার সাজিদুর। কী হয়েছে, দেখার জন্য ভিতরে যান তিনি। সেই সময়ই হুড়মুড়িয়ে কারখানার একাংশ ভেঙে পড়ে। তখন ভিতরে দৌড়ে যান মুজিবুর। তাঁর উপর পরিত্যক্ত কারখানার ছাদের অংশ ভেঙে পড়ে। দু'জনেই কংক্রিটের ধসে চাপা পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ-প্রশাসন পৌঁছতে পৌঁছতে পেরিয়ে যায় বেশ কিছুটা সময়। দুর্ঘটনার পরই ২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাতে হঠাৎই আওয়াজ পেয়ে সন্দেহবশত এন্টালির পরিত্যক্ত কারখানায় চোর ধরতে গিয়েছিলেন কেয়ারটেকার ও তাঁর ভাই। বিকট আওয়াজ শুনে শেরিজুল ভেবেছিলেন রাতের অন্ধকারে চোর ঢুকেছে হয়ত। চোর ধরতে কোয়ার্টার থেকে বের হন তিনি। মুজিবর তাঁর সঙ্গে যান। পরিকল্পনা ছিল, ঝামেলা মিটিয়ে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই সব শেষ। প্রসঙ্গত, এন্টালি থানার ২৩ নম্বর কনভেন্ট রোডের অ্যাসিড কারখানার দেখ ভালের দায়িত্বে ছিলেন শেরিজুল শেখ। কারখানার কোয়ার্টারে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে থাকতেন। ভাই মুজিবর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা থাকতেন তিলজলায়। রবিবার সন্ধেয় বউদি ও ভাইপো-ভাইজিকে আনতে দাদার কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন মুজিবর। এদিনের ঘটনার পর মৃত শেরিজুল শেখের স্ত্রী জানান, 'আমি গতকালই এখানে এসেছি। দুর্ঘটনার পর চিৎকার করে সবাইকে ডাকি।' দুর্ঘটনার খবর পেয়েই এন্টালি পৌঁছন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, এই বিল্ডিংটি অনেক বছর ধরেই বন্ধ রয়েছে। সোমবার সকাল থেকে বিল্ডিংটি ভাঙার কাজ শুরু হবে।

গাড়ির মাথা চাপড়ে অভিযুক্তের স্বর চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে শিয়ালদা কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশকে দেখা যায় গাড়ির মাথায় সজোরে চাপড়াতে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাত দিয়ে গাড়ির মাথায় শধ করতে। এখানেই শেষ নয়, একটানা হর্ন বাজাতেও শোনা যায় ওই গাড়িতে। এই ঘটনায় সোমবার প্রশ্ন উঠে গেল, অভিযুক্তের কণ্ঠরোধ করতেই কি এমন ঘটনা ঘটাল পুলিশ কি না তা নিয়ে। প্রসঙ্গত, এর আগে প্রিজন ভ্যান থেকে চিৎকার করে অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে আরজি কর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। কখনও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের নাম নিয়ে সরব হয়েছেন। কখনও অভিযোগ তুলেছেন তাঁর নিজের ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে। তারপর আদালতে তোলার সময় অভিযুক্তের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে দেখা গিয়েছে। কালো কাচের গাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালতে। এরপর সোমবার দেখা গেল আরও এক অদ্ভুত ছবি। গাড়ির মাথা চাপড়াচ্ছে পুলিশ।

এই ঘটনায় আবারও ফিরছে কুণাল ঘোষের স্মৃতি। সারদা কাণ্ডে জেলে থাকাকালীন কুণাল ঘোষকে ঠিক একইভাবে প্রিজন ভ্যান থেকে অভিযোগ জানাতে দেখা গিয়েছিল। আর তারপর কুণাল ঘোষ যাতে বিশেষ কিছু বলতে না পারেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল পুলিশ। একইভাবে আরজি কর কাণ্ডেও একই ছবি। তবে কুণালকে প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হত, আর এ ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে কালো কাচের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চার্জ গঠনের পর শিয়ালদা কোর্টে প্রতিদিন শুনানি হচ্ছে আরজি কর মামলার। প্রতিদিনই প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অভিযুক্ত সিভিককে।

ফের আগুন অ্যাক্রোপলিস মলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের অ্যাক্রোপলিস মলে অগ্নিকাণ্ড। সোমবার সকালে মল খোলার সময়েই আগুন লাগে। সূত্রে খবর, ফুড কোর্টে আগুন লাগে। ধোঁয়াও বের হতে দেখা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে এই ঘটনায় বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকেন অ্যাক্রোপলিস মলের বিভিন্ন স্টোরের কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত, মাস পাঁচেক আগেই কসবার এই মলের ফুড কোর্টে বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সোমবার সকালে অ্যাক্রোপলিস মলে ফের সেই একই ছবি।

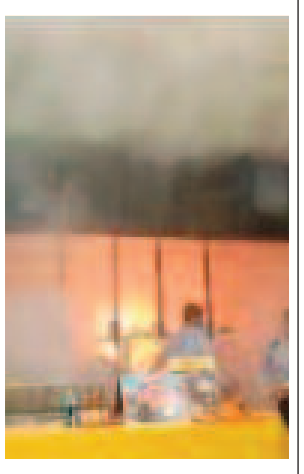

সূত্রে খবর, মলের থার্ড ফ্লোরে যে ফুড কোর্ট আছে, সেখানেই আগুন লাগে। সেই আগুন খুব বড় আকার ধারণ করার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মলের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ পদ্ধতিতেই নিয়ন্ত্রণে আসা সম্ভব হয় বলেই জানানো হয় অ্যাক্রোপলিস মলের তরফে। এর কিছু পরে ধীরে ধীরে খোলা হয় বিভিন্ন স্টোর। ঠিক পাঁচ মাস আগে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, তার জেরে প্রায় ২ মাস বন্ধ রাখা হয়েছিল শপিং মল। পরবর্তীতে খুললেও আবারও অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাড়ল বিতর্ক। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, খাবার দোকান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে খবর।

ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখীর মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় আর কালবৈশাখী মোকাবিলায় এবার বড় পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের। ঝড়ে কলকাতায় গাছ পড়লে যাতে রাস্তা আটকে না থাকে অথবা কোনও বহুতল বা সেতু ভেঙে পড়লেও যাতে উদ্ধার কাজে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য চার কোটি টাকার সরঞ্জাম কিনছে লালবাজার।

লালবাজারের সূত্রে খবর, ভাঙড় এখন কলকাত পুলিশের আওতায়। আর এই ভাঙড়ে রয়েছে বিপুল সংখ্যায় গাছ। কোনও বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বা কালবৈশাখীতে ওই অঞ্চলে বেশি সংখ্যক গাছ যদি পড়ে, তখন তার মোকাবিলা করতে হবে লালবাজারকেই। এছাড়াও কলকাতার কিছু থানার হাতেও বিপর্যয় মোকাবিলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের। এদিকে কলকাতা পুলিশের প্রত্যেকটি ডিভিশনে এখন রয়েছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের টিম। তাদের হাতে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। প্রত্যেকটি ট্রাফিক গার্ডের হাতেও বিপর্যয় মোকাবিলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে। তবে এখানেই থেমে থাকছে না লালবাজার। প্রাকৃতিক মোকাবিলার সরঞ্জাম আরও কিনছে। কারণ, পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, গাছ কাটার জন্য যে করাতগুলি রয়েছে, সেগুলি কিছুটা পুরনো মডেলের। তাই এবার আধুনিক বা নতুন মডেলের 'স' বা করাত কেনার প্রয়োজন রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, বটগাছ ভেঙে পড়লে তার ডাল কাটতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় ডিএমজিকে। বটগাছের শাখা থেকে নির্গত হওয়া আঠায় আটকে যায় করাতের চেন। সেই আঠা পরিষ্কার করার পরই ফের করাত চালু করা যায়। কিছুক্ষেত্রে এমন অবস্থা হয় যে, চেন আর ব্যবহারই করা যায় না। তাই এবার আধুনিক মডেলের করাত ও চেনের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে লালবাজার। এই প্রসঙ্গেই লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হয়, গাছ কাটার জন্য ৩০টি করাত কেনা হচ্ছে। এই বৈদ্যুতিক করাতগুলি গাছের কাণ্ডের অনেক গভীরে বসে যায়, সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এছাড়াও কেনা হচ্ছে ৫০টি করাতের চেন। এ ছাড়াও হাতে তুলে ব্যবহার করার জন্যও ছোটমাপের দশটি করাত কেনা হচ্ছে। কাটার জন্য ৬টি 'কর্ডলেস' যন্ত্র পুলিশ কিনতে চলেছে। এ ছাড়াও ধাতু কাটার জন্য আরও শক্ত 'দাঁত' যুক্ত 'সার্কুলার স' বা গোলাকার করাত কিনছে লালবাজার। ১০টি এই গোলাকার করাত কেনার সঙ্গে সঙ্গে ৮০টি নতুন ব্লেডও কেনা হচ্ছে। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, শুধু ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য নয়, গত বছরই গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়ে বহুতল। তারও আগে কলকাতায় ভেঙে পড়েছিল মাঝেরহাট ব্রিজ ও বিবেকানন্দ ফ্লাইওভার। এই ধরনের বিপর্যয়ে ধাতু কাটার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রের প্রয়োজন। তাই পুলিশ এই যন্ত্র কিনে মজুত করছে। আবার চারটি 'পোর্টেবল হাইড্রোলিক কাটার'ও নিয়ে আসা হচ্ছে এই একই কারণে।

বর্ষাকালেও বাড়ি ভেঙে কেউ আটকে পড়লে উদ্ধারকাজে যেতে হয় পুলিশকে। তাই গাছের সঙ্গে সঙ্গে ইট, পাথর, পুরনো কড়া, বরগা বা বহুতলের ধ্বংসস্তূপ কেটে উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য খুবই শক্তপোক্ত ১৪টি 'ডায়মন্ড চেন স' পুলিশ কিনছে। আধুনিক পদ্ধতিতে কাটার জন্য কেনা হচ্ছে দু'টি 'এয়ার প্লাজমা কাটিং মেশিন'ও। অন্ধকারের মধ্যে যাতে উদ্ধারকাজ বন্ধ না হয়, তার জন্য ২৫টি নতুন ড্রাগন লাইট পুলিশ কিনছে। উঁচু কোথাও সহজে পৌঁছনোর জন্য দুই ধরনের চারটি মই বা সিঁড়িও কেনা হচ্ছে। বদ্ধ কোনও জায়গায় যদি আগুন লাগে, ভিতর থেকে ধোঁয়া বের করার জন্য তিনটি যন্ত্র কেনা হচ্ছে। উদ্ধারকাজের সময় অন্ধকারে আলোর সমস্যা মেটাতে দু'টি পোর্টেবল টাওয়ার লাইটও কিনে মজুত করে রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সন্দীপ, অভিজিতের জামিন নাকচ, সিবিআইয়ের হাতে পাঁচ হার্ডডিস্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিন চেয়ে শিয়ালদা কোর্টে ফের আবেদন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। এর আগেও আবেদন করেছেন তিনি। সেই জামিন নাকচ করে আদালত। আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সোমবার শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে শুনানি হল সোমবার। সেই পর্বে এদিন ভার্চুয়াল অংশ নেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ও আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন শুনানিতে সিবিআইয়ের তরফ থেকে দাবি করা হয়, বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে ৫টি ডিভিআর ও ৫টি হার্ড ডিস্ক আবার সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। যে বিষয়গুলো আগে পাওয়া যায়নি, সেগুলো জানতে চায় তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কিছু তথ্য প্রমাণ ছিল, সেগুলো চার্জশিটে দেওয়া হয়েছে। উল্টো দিকে অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, 'জামিনের আবেদন করছি আমরা। আমরা বিচার পেতেই আদালতে এসেছি। এটা মোঘল রাজ নয়। বাদশা বললেই হবে না কে কে জেলে থাকবে। এটা আদালত।'

আইনজীবীর আরও দাবি, 'আমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ৬৪, ৬৬, এবং ১০৩ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। তার মানে এই কেসে যোগ আছে। কিন্তু আদালতে প্রথম দিন সিবিআই জানিয়েছিল ধর্ষণ ও খুনের যোগে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তথ্য নষ্ট সম্ভাবনায় গ্রেফতরা করা হয়েছে। ৬৫ দিন অতিক্রান্ত। এদিকে কোনও চার্জশিট দেয়নি। কোনও সেকশন যুক্ত করা হয়নি। এদের বিরুদ্ধে খুন ও ধর্ষণের চার্জ নেই। শুধু তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগের কথা বলছে। তাই জামিন পেতেই পারে।' এর পাশাপাশি অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী এদিন এও বলেন, 'সিবিআই বলছে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকতে পারে। এর মানে নাও তো হতে পারে। দু'পক্ষের সওয়াল জবাব পর্বের পর বিচারক বলেন, 'যদি তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য আলাদা কোনও মামলা হত, তাহলে সাত দিন পেরিয়ে গিয়েছে তারা জামিন পেতেই পারত। কিন্তু মূল মামলার সঙ্গে তাদের যুক্ত করা হয়েছে। সেজন্য এই মামলায় জামিন নিতে গেলে উচ্চ আদালতে যেতে হবে।

সম্পাদকীয়

ঋতুচক্রের সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি ইত্যাদি রচনায় গরিবের কথা নেই কোথাও

আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সম্মিলিত উদ্যোগে নিরন্তর সুসিদ্ধ হতে হতে বঙ্গজন শেষ অবধি অগ্রহায়ণে উপনীত। এক কালে এই মাসের প্রথম এই দিনটির বিশেষ মহিমা ছিল। নামেই তার পরিচয় নিহিত আছে অগ্রহায়ণ শব্দের আদি অর্থ বৎসরের প্রথম মাস। এই মাসের অন্য নাম মার্গশীর্ষ। গীতার দশম অধ্যায়ে পার্থসারথি নিজের সর্বময় মহিমার ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বলেন, 'মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ'। এক নিঃশ্বাসেই অবশ্য তিনি জানিয়ে দেন 'ঋতুর মধ্যে আমি কুসুমাকর অর্থাৎ বসন্ত', তবে তার ফলে বর্ষারম্ভের গৌরব কিছুমাত্র খর্ব হয় না। কেন অগ্রহায়ণ ছিল বার্ষিক গতির শীর্ষ বা প্রথম মাস, সে-কথা সহজেই বোঝা যায়। কৃষিজীবী জনসমাজে ফসল ওঠার সময়টিই নতুন বছর শুরু করার পক্ষে প্রশস্ত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তদুপরি জলবায়ুর দাক্ষিণ্য গ্রীষ্মপ্রধান এবং বর্ষণমুখর দেশে বছরের এই সময়টিতে স্বচ্ছ আকাশ এবং হিমেল বাতাস জানিয়ে দিত, সুখের দিন সমাগত। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ অবশ্যই সেই আহ্লাদে বঞ্চিত, তাঁদের জীবনে বছরের এই সময়টি হাড়-হিম-করা দুর্গতির। শিশুপাঠ্য দ্বিপদীতেও আছে সেই বাস্তবের স্বীকৃতি 'উঃ কী শীত/ কষে গাও গীত'। কষে গীত গাওয়া ছাড়া গরিবের শীত-তাড়ানোর আর কোনও উপায় নেই, সেই সুকঠিন সত্যটি শিশুদের কাছে ফাঁস করে দিতে সে-কালের লেখক দ্বিধাহীন ছিলেন। তবে কিনা, ঋতুচক্রের সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি, উৎসব ইত্যাদির কথা ও কাহিনি রচনায় শ্রমজীবী মানুষের কথা স্রষ্টারা কতটুকুই বা মনে রেখেছেন? সুতরাং কালক্রমে মার্গশীর্ষের আসন থেকে বিচ্যুত হলেও এই মাসটি বাঙালির সামাজিক জীবনে অনেক কাল অবধি সমাদর পেয়ে এসেছে। তার একটি উৎকৃষ্ট নজির আছে বিবাহের বর্ষপঞ্জিতে। আজও বঙ্গসমাজের একটি বড় অংশে বিবাহের কাল হিসাবে এই মাসটির বিশেষ আকর্ষণ আছে, যে আকর্ষণ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের চিহ্নবাহী।

শব্দবাণ-১০৬

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অন্তর্যামী, পরমেশ ৩. বাতিল ৫. যে পশু হত্যা করে তার মাংস বিক্রি করে ৭. ঋতুবিশেষ ৮. বিষ, গরল ১০. জমজমাট।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. প্রচুর ২. বন্দুকধারী সিপাই বা দেহরক্ষী ৩. প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ৪. খাসা ৬. দড়ির ফিতেওয়ালা হাফপ্যান্ট ৯. পরিপাক।

সমাধান: শব্দবাণ-১০৫

পাশাপাশি: ১. অভিযোগ ৩. ফক্কড় ৪. তবলা ৬. নচেৎ ৯. জনাব ১০. ইউনানি।

উপর-নীচ: ১. অড়ং ২. গরিব ৩. ফরমান ৫. লাজবাব ৭. চেরাই ৮. রজনি।

জন্মদিন

আজকের দিন

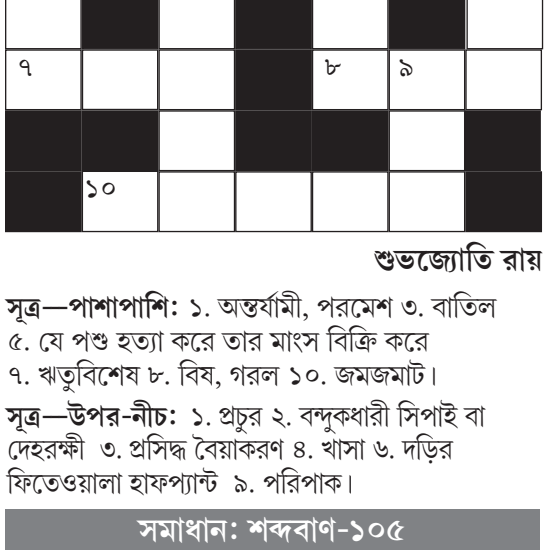

ইন্দিরা গান্ধি

১৯১৭ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিন।*
১৯২৮ *বিশিষ্ট কুস্তিগীর দারা সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সানি দেওলের জন্মদিন।*

সাজানো বাগানের অনুভূতিতে নেই
মনোজ মিত্র

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

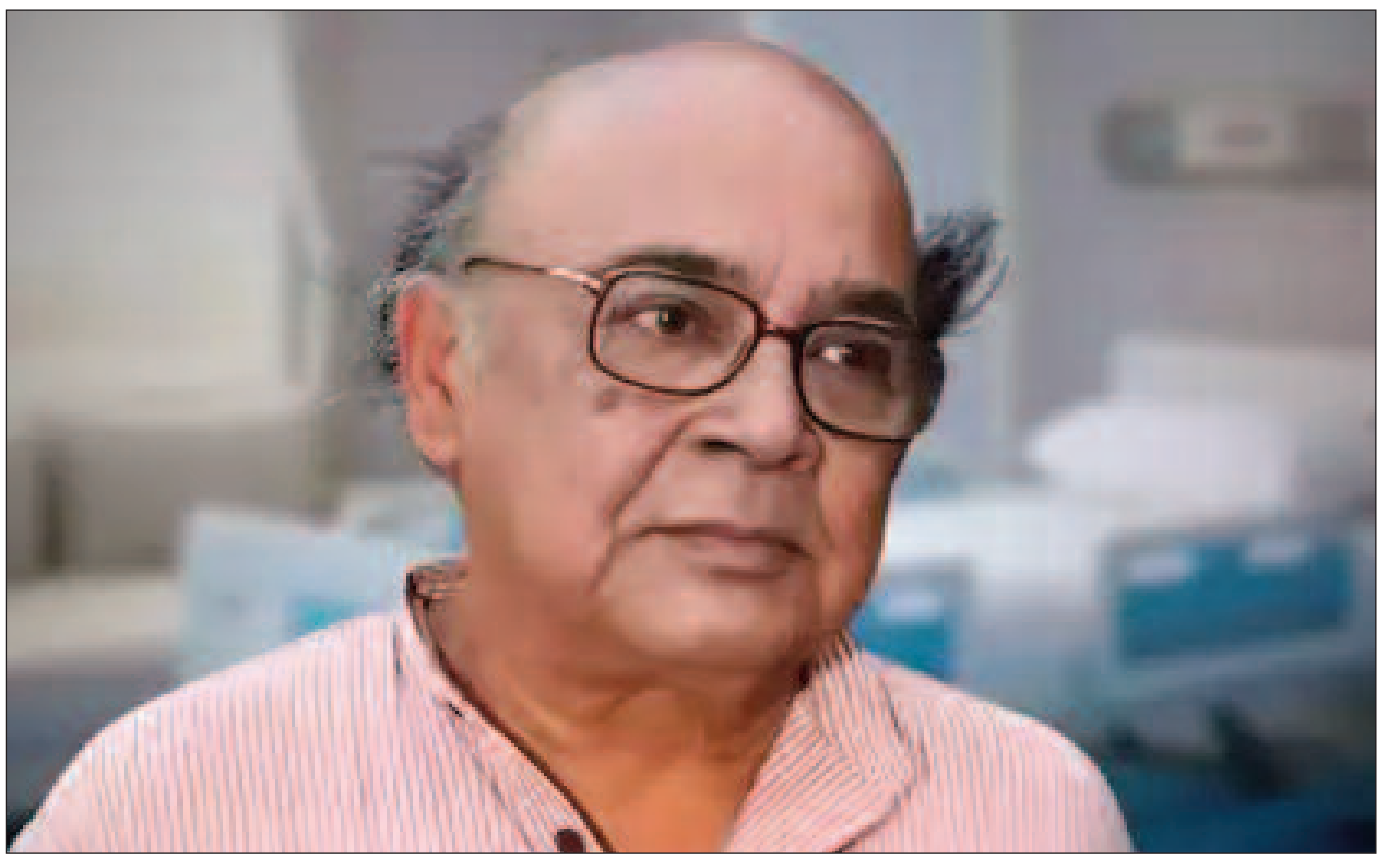

তিনি প্রয়াত। এবার অফিসিয়ালী। কারণ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি মৃত এমন খবর আগেও রটেছিল। তাই এবারও খবরটা ভুয়ো হোক এমনটা অনুরাগীরাও মানতে চান নি। না,এবার তিনি সত্যিই পরলোকে। তাই মন ভালো নেই অভিনয় অনুরাগীদের। অনুরাগীরা বিশ্বাস করেন তিনি আছেন। আরো মনে করেন আমাদের আবেগে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। বলছি বাঙালির নাট্য আইকন মনোজ মিত্র র কথা। প্রয়াত হলেন ৮৫ বছর বয়সে। তার কথা আর কি বলবো! যে কিনা। 'বাঞ্ছারামের বাগান ' এ দেখিয়ে দিয়েছিলেন কাকে বলে অভিনয়! নাকি যিনি কিনা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কাকে বলে আদর্শ অ্যাক্ট। সুতরাং সঙ্গীত, নাটক আকাদেমি পুরস্কার প্রাপক এই নট ও নাট্যকার প্রয়ানে বাংলা সংস্কৃতি জগতের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলো। সল্টলেকের ক্যালকাটা হার্ট ইনস্টিটিউট এ ভর্তি ছিলেন এই থিয়েটার, টেলিভিশন, সিনেমা জগতের এক বিরাট জাত দাপুটে অভিনেতা। ভর্তির পরে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় তার হৃদযন্ত্র ঠিকমত কাজ করছে না, হার্ট পাম্পের সমস্যা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে নেই, সোডিয়াম পটাসিয়াম প্রবলেম, ক্রিয়েটিনিন বিপদজ্জনক ভাবে বেড়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এতো সমস্যার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। এই সমস্ত চেষ্টা বৃথা করে তিনি এখন চাঁদের দেশে।

মনোজ মিত্রের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের সাতক্ষীরা জেলার ধূলিহর গ্রামে। ১৯৫৮ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ দর্শনে অনার্স স্নাতক হন। পরে ওই কলেজেই থিয়েটারে দীক্ষিত হন। সঙ্গে সঙ্গী হন বাদল সরকার, রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তের মত উজ্জল ব্যাক্তিত্বেরা। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম এ পাশ করেন। এরপর গবেষণার কাজও শুরু করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে মনোজ মিত্র কলকাতার মঞ্চ নাটকে অভিনয় শুরু করেন। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। অবশ্য এর আগেও তিনি বিভিন্ন কলেজে দর্শন বিষয়ে পড়ানোর কাজ করেন। তার প্রথম নাটক লেখা 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯)। কিন্তু ১৯৭২ সালে তার 'চাক ভাঙা মধু' নাটক থেকে তিনি জনপ্রিয়তা পান। এটির মঞ্চ নির্দেশনা করেন বিভাস চক্রবর্তী। মনোজ মিত্র 'সুন্দরম' নাট্য গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। না, শুধু থিয়েটার নয়, চলচিত্রে অভিনয় করেও অসীম উচ্চতায় পৌঁছান। বলা বাহুল্য সেই সুত্রেই বহু সম্মান তথা পুরস্কার তিনি তার অভিনয় দক্ষতায় অর্জন করেছিলেন।

না, পুরস্কার তার জীবনের শেষ কথা নয়। তার জীবনের পুরস্কার হলো তার দর্শক। তিনি তো শুধু মাত্র তার নাট্যদল 'সুন্দরম' এ থেমে থাকেননি। ছড়িয়ে পড়েছিল তার নাটক শহর থেকে শহরতলি হয়ে গ্রামগঞ্জে। এটা কম কথা নয়। উপচে পড়া ভিড়-ই প্রমাণ করে নাট্যকারের জনপ্রিয়তা। এখানেই মনোজ মিত্র অনেক এগিয়ে। বহু অভিনেতাদের দেখা যায় যে তার মঞ্চে সফল হলেও অভিনয়ের অন্যান্য মাধ্যমে ততটা সফল নন। কিন্তু মনোজ মিত্র বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি সবার থেকে আলাদা। তার জাত আলাদা। তাকে ধরা কষ্টকর। পরিচালক মনোজ মিত্র এক্ষেত্রে কম যান না। দেখা গেছে তার পরিচালিত নাটকও বেশ সফল। আর অভিনয় যে কতোটা হৃদয় অনুভবি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলবো। 'কেনারাম বেচারাম' নাকি 'নরক গুলজার' নাকি 'সাজানো বাগান' না 'দেবী সর্পমস্তা'! এই মিছিল অনেক বড়ো — যেমন আয়তনে তেমন ওজনে। আরো অশ্চর্য তার অভিনয়! কি নেই সেখানে! আছে বাস্তবের কঠিন লড়াই,আছে জীর্ণ অবস্থার হাতছানি,আছে দারিদ্র্য, আছে স্বপ্ন, আছে শিকড়ের সন্ধানে অনুভূতির খোঁজ লোকনাট্য 'স্বপ্ন সন্ধানী'র কিনু কাহার থেকে শুরু করে সেই ছেলেটি যে কিনা নাট্য প্রাণে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন-এটা কম কথা নয়। যার ফল ফলতে দেরি হয় নি। নাটক হাউসফুল। না, এখানে শেষ নয়। নাট্যকার দেখেছেন এক 'স্ট্যান্ডিং অভেশন।' সামনে থেকে এই অভিজ্ঞতা পাওয়া মানে অর্জন করার তৃপ্তিই আলাদা। এত লোক, এত আলো এত ভালোবাসা পাওয়া রীতিমত আনন্দের বিষয়।

১৯৭৭ সাল মনোজ মিত্র লিখলেন 'সাজানো বাগান।' এটি তথাকথিত নাটকের মত নয়। বাঙালি দর্শক পেলো এক নতুন ধরনের নাটক। এতদিন যা তাদের অদেখা অচেনা ছিল। বাংলা নাটক যদি সমন্তরাল নাটকের ধাঁচ পায় তবে তা শুরু হয়েছে পঞ্চাশের দশকে গণনাট্যের হাত ধরে। তবে তার জের চলেছিল অনেকদিন। 'সাজানো বাগান' এই ইমেজ ভেঙ্গে এক নতুন নাট্যরূপ দেন। তবু তার খেদ থেকে যায় যে পাঁচ দশকের নাট্য চিন্তা সাতের দশকেও এক থেকে যায়। তিনি আরো মনে করতেন যে ঘটনা পরম্পরার সিদ্ধান্ত যেনো দর্শকদের উপরে চাপানো হতো এতদিন। 'সাজানো বাগান' যেন হয়ে উঠলো এই মতবাদের প্রতিবাদ। দেখা গেছে শ্রেণী নয়, ব্যক্তি মানুষই তার নাটকের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। আর সে কারণেই ' চাক ভাঙা মধু ' নাটকের জতা বা মাতলা আর 'সাজানো বাগান' নাটকের মূল চরিত্র এক। আবার বিশ্বজনীন ভাবে দেখলে 'সাজানো বাগান' এর আশাবাদ 'নরক গুলজার' এর মধ্যেও আছে। তবে এ কথা বলা যায় যে আধুনিক শিল্পদর্শনের নাগরিক ক্লান্তি বা শ্রেণী চেতনার কাছে নিজেকে সঁপে দেন নি।

এ তো গেল তার মঞ্চ কাহিনী। এরপর চলচ্চিত্র। 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'ঘরে বাইরে', 'শত্রু'র মত একাধিক ছবিতে দর্শকের মন জয় করে নেয়। যারা মঞ্চ থেকে উঠে এসেছেন তারা যে কি সাংঘাতিক অভিনেতা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই 'আদালত ও একটি মেয়ে' চলচ্চিত্রতে অভিনয় জায়গা করে নিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। তারপর বহু অভিনয় আমাদের মন কেড়ে নিতে থাকে। 'সাজানো বাগান' নিয়ে তার অনেক অনেক স্বপ্ন ছিল। তিনি মৃত্যুর আগে সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আগেই মনোজ বাগান শুকিয়ে গেলো। তপন সিনহা, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সত্যজিৎ রায়-এর মত পরিচালক থেকে শুরু করে মূল ধারার অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, প্রভাত রায়, অঞ্জন চৌধুরীর মত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা রীতিমতো শিহরণ জাগায়। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে শত্রু ছবির সেই খলনায়ক নিশিকান্ত সাহার সেই সিরিও-কমিকের কথা! আমাদের উৎপল দত্ত যেমন সব চরিত্রের মধ্যে প্রানবন্ত ধারা আনতে সক্ষম হতে পারতেন, ঠিক একই ভাবে তা পেরেছেন মনোজ মিত্রও। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি শত্রুর খলনায়ক এর' টাইপ কাস্টিং' চরিত্র থেকে বেরিয়ে তপন সিনহার 'হুইল চেয়ার' এ শতদল চরিত্র কে দেখতে পাই। কিন্তু আফসোস একটাই দেখা যাবে না আর কোনো শতদল কে। তবে ভরসার কথা তার সাজানো বাগান সাজানোই থাকবে চিরকাল। বাঙালির অনুভূতির ঘরে তিনি সর্বদা বিরাজমান।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

চিকিৎসকই চলমান সমাজের ত্রাতা, তাঁদের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাক

শুভজিৎ বসাক

চিকিৎসক, শব্দটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ডের সৌন্দর্য্য ভরা রয়েছে এই শব্দে। চিকিৎসক, যাঁরা মুমূর্ষু রোগীকে নতুন জীবন দিয়ে নতুন জীবন ফেরত দেন। এটুকু সবাই জানি, কিন্তু একথা অনেকেই জানি না বা জানলেও অনেকে অদেখা করে থাকে সেটা হল সামগ্রিক চিকিৎসা পরিষেবার রূপদান সেটাও এই চিকিৎসকদের সূচারু মস্তিষ্কপ্রসূত ধ্যান ধারণার সুফল। অদূর অতীতে সামগ্রিক বিশ্ব যখন করোনা মহামারীতে জর্জরিত হয়ে ছিল এই চিকিৎসকেরাই ত্রাতা হিসাবে খালি এগিয়ে আসেননি, নিজেদের জীবনকে অন্যের জীবন রক্ষার্থে সামাজিক কল্যাণের দায়ে উৎসর্গও করেছেন। এতো গেল মহামারীতে তাঁদের অবদানের কথা, এছাড়াও আবিশ্বে স্বাস্থ্য প্রশাসন যে নিশ্চিন্তে চলে সেটাও রূপায়িত হয় চিকিৎসকদের পরিশ্রমে। তাঁরা রোগী দেখেন, মুমূর্ষুকে রক্ষা করেন, একটা হাসপাতাল কিভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবনার সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারবে তার রূপদান করেন একমাত্র এই সহৃদয় চিকিৎসকেরাই।

ছোট্ট কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি পেশায় একজন গ্র্যাজুয়েট অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট (মেডিকেল টেকনোলজিস্টও বলা যায়), সেই সূত্রে জানা যায় যে অনেকেই অভিযোগ করে যে হাসপাতালে কোনও প্রসূতি মহিলা গেলেই তাকে সিজার করিয়ে দেওয়া হয় আবার ভুল ধারণাবশতঃ নর্ম্যাল ডেলিভারির চেয়ে যেহেতু সিজারে ব্যথা কম হয় সেজন্য সিজারকেই অনেকে বেশি প্রাধান্যও দিয়ে থাকে। অথচ বাইরের নার্সিং হোম বা হাসপাতালে হামেশাই নর্ম্যাল ডেলিভারি করানো হয় এবং সম্পূর্ণ ব্যথাহীন পদ্ধতিতে। এখানেই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বিপ্লব ঘটিয়েছে। PCEA অর্থাৎ Patient Control Epidural Analgesia পদ্ধতিতে এই নর্ম্যাল ডেলিভারি করানো সহজেই যায়। এর জন্য ভাবী মায়ের এপিডিউরাল স্পেসে একটি ক্যাথিটার দিয়ে অত্যাধুনিক PCEA পাম্পে দেহের সামগ্রিক ওজনের সাথে ড্রাগ বানিয়ে সময় নির্দিষ্ট করে দিলেই রোগী তার ব্যথা অনুযায়ী সেখানে নির্দিষ্ট রিমোট টিপে নিজের ড্রাগ চালনা করতে পারে। এতে টক্সিক ডোজ অতিক্রম করে না কারণ নির্দিষ্ট সময় আর ডোজের বাইরে এটি ড্রাগ পরিচালিত করতে দেয় না। খুব সহজে রোগীকে বিষয়টি বুঝিয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে অতিরিক্ত রক্তপাতহীন, ব্যথাহীন নর্ম্যাল ডেলিভারি করানো অনেক সহজ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই PCEA পাম্পটিই অনেক সরকারী হাসপাতালে রাখা হয় না কোনও অজ্ঞাত কারণে। কিন্তু এও সত্যি অনেক রোগী দরদী চিকিৎসক অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতিকে উন্নত করতে এই PCEA পাম্প দিয়ে রীতিমতো নর্ম্যাল ডেলিভারি করাতে সাহায্য করছেন যা মা ও শিশুর ভবিষ্যতের জন্য ভীষণ উপযোগী ভূমিকা পালন করে।

এভাবেই অত্যাধুনিক কৃত্রিম শ্বাসগ্রহণ যন্ত্র (ইনভেসিভ এবং নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর), অক্সিজেন প্ল্যান্ট নির্মাণ পরিকল্পনা সহ নানারকম রোগ পদ্ধতি নির্ণায়ক যন্ত্রকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিসরের সাথে যুক্ত করতে চিকিৎসকদের ভূমিকা নীরবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রশাসন মূলতঃ তাঁদের দক্ষতার মাপকাঠির ওপরে নির্ভর করেই সুনিশ্চিত থাকে। বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দেখভালের জন্য মূলতঃ বিশেষ বিভাগের চিকিৎসকদের চোখ হিসাবে প্রশাসন শিক্ষিত ও যোগ্য মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বিভাগে (টেকনিশিয়ান নয়) নিয়োগও সুনিশ্চিত করেছে খালি নয়, একইসাথে বহু সরকারী হাসপাতালে ও বেসরকারী কলেজে এই প্রযুক্তিগত উন্নতিধর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাও দিচ্ছে যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করেছে। এবং এই বিভাগটি নির্মাণেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশেষ বিভাগের চিকিৎসকদের ভূমিকা অতুলনীয়। বর্তমানে নির্দিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকদের সাথে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের একটি নিবিড় বন্ধনী গড়ে উঠেছে। একথা সত্যি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং নার্সিং বিভাগ বেশি আলোচিত হলেও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বিভাগটিও সমান প্রাসঙ্গিক। অথচ হাসপাতালের গুরু দায়িত্ব নার্সিং বিভাগের উপরে ন্যস্ত যা বহুক্ষেত্র বিষয়ে তারা জানুক আর না জানুক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের গুরুত্বকে খর্ব করা হয়েছে এবং একইসাথে বহু অপ্রাসঙ্গিক কাজে যুক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র নার্সিং বিভাগের সুশৃঙ্খল পদোন্নতির সুযোগ আছে এবং সমগোত্রীয় মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কাউন্সিল সনদের অভাবে সেই সুযোগ তৈরিই হয়নি। এরফলে স্বাস্থ্য উচ্চতর প্রশাসনের নির্দিষ্ট গাইডলাইনকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে যা অনুচিৎ। এতে চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে, শীর্ষস্থানে অনেক প্রযুক্তিগত বিষয়ে তথ্য অজানা থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও চিকিৎসকদের না জানিয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং দীর্ঘকালীন ভুল প্রয়োগবশতঃ সেটি বিকল হলে রোগী পরিষেবা যেমন ব্যাহত হচ্ছে একইসাথে রাজ্য সরকারের অর্থও নষ্ট হচ্ছে। রোগীর অবস্থার অবনতির জন্য চিকিৎসকদের দায়ী করা হয়। এই ছবিটা সারা রাজ্য তথা সারা দেশ জুড়ে দেখা যায় এবং এর আশু পরিবর্তন খুব জরুরী।

এটা সত্যি যে কোনও পেশায় শতভাগ খাঁটি ব্যক্তিত্ব মেলা ভার সেভাবেই চিকিৎসাক্ষেত্রেও সেই দৃশ্য বিরল নয় কিন্তু সদিচ্ছুক চিকিৎসকের জন্য স্বাস্থ্য প্রশাসন উন্নতির কথা ভাবতে সমর্থ এও স্বীকার করতেই হয়। তাই যেসকল যোগ্য চিকিৎসকদের এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের প্রতি রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনের আরও উদার দৃষ্টিপাত প্রয়োজন, তাঁদের সদর্থক ইচ্ছাকে যেন কখনই এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে না হয় সেই বিষয়ে নজরদান আবশ্যক।

জল প্রকল্পের শিলান্যাস জনগণকে সচেতন হওয়ার ডাক শতাব্দীর

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিউড়িতে আগে আসতে ভয় লাগত। এলেই সকলে প্রশ্ন করত জল কবে মিলবে? ভয়ে ভয়ে থাকতাম কী উত্তর দেব। বিশেষ করে ভোটের মুখে প্রচার সভায়। অবশেষে আমরুত দুই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৫০ কোটি টাকার কাজ শুরু হতে চলেছে সিউড়ি পুরসভা এলাকায়।

সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই প্রকল্পের শিলান্যাস করে সিউড়িবাসীর উদ্দেশে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, দাবি আপনাদের থাকতে পারে সেই দাবি মেটানোর জন্য সাংসদ, বিধায়ক, জেলাশাসক, পুরপ্রধান সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু জনগণকেও সচেতন হতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে সমান ভাবে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে সরকারি সম্পত্তির। জল প্রকল্পের কাজের শেষ হওয়ার সময়সীমা ২০২৬ এর ৩১ মার্চ। তাই সাংসদ শতাব্দী রায়ের আশা এবার মানুষকে চিন্তা করতে হবে না প্রত্যেকের বাড়িতেই পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে।

সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, প্রায় ১০ কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে পাইপ লাইনের কাজ হবে, প্রত্যেক মানুষ জল পাবেন। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন সিউড়ি পুর এলাকার প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জলের উৎস এবং জলাধার নির্মাণ করা হবে এবং এর ফলে দৈনিক প্রতিদিন প্রায় ১৬ মিলিয়ান লিটার জল দেওয়া সম্ভব হবে এবং এর জন্য চারটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। সিউড়ি পুরসভার পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন সাধারণ মানুষকে আরেকটু ধৈর্য রাখতে হবে।

সিউড়ির প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরসভাগুলি কাজ করছে, আগামী মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে সিউড়ি পুর এলাকার প্রত্যেকটি বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে। বর্তমানে ২১টি ওয়ার্ডের মধ্যে তিন নম্বর ১৭ নম্বর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের আবদার পুর এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে। এই জলপ্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সিউড়িতে আর জল সমস্যা দেখা দেবে না বলে আশাবাদী সকলেই।

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

এএমবিই কেরিয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস-[illegible], কলকাতা, পব-৭০০০১৩ ভারত সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, **১৫ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব আর্টিকেলের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** স্থানান্তর নিমিত্ত [illegible]

[illegible] পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** [illegible] উল্লিখিত রেজিস্ট্রার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

এএমবিই কেরিয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(নবীন আগরওয়াল)
ডিরেক্টর
ডিন- ০০৫৭৫৩৫২

তারিখ-১৯.১১.২০২৪
স্থান - কলকাতা

চন্দ্রহাটী মারশিট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রামঃ পাঁচপাড়া, পোস্টঃ-পাডুয়া জেলাঃ হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা (REGISTRATION NUMBER): 43HG Dated 01.05.1961

পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন-২০২৪
-:খসড়া নির্বাচক তালিকা (DRAFT VOTER LIST) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি:-

সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৫৯ তারিখ ২৯/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী সমীর মুখার্জ্জী, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, **চন্দ্রহাটী মারশিট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড** এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর (BOARD OF DIRECTORS) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে খসড়া নির্বাচক তালিকা গত ১৮.১১.২০২৪ তারিখে সমিতির অফিসে প্রকাশিত হয়েছে এ বিষয়ে কোণ সদস্যের কোন অভিযোগ থাকলে ছুটির দিন ব্যতিত যে কোন দিন বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টার মধ্যে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অভিযোগ জানানোর শেষ দিন হল **১ লা ডিসেম্বর,২০২৪**।

স্বাক্ষর- **শ্রী সমীর মুখার্জ্জী**
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
চন্দ্রহাটী মারশিট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

তারিখঃ- ১৮.১১.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর, জি ডি ব্লক প্লট ৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সল্টলেক, সেক্টর-৩
কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিক তাগাদার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল লকারহোল্ডার লকারের ভাড়া দেননি বা কোনও উত্তর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে পলিসি নোটিশ জারি করা হয়েছে।
নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া প্রদান না করা হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা যাবতীয়, যদি কিছু থাকে, বিক্রি করা হবে এবং লকারের ভাড়া উশুল করা হবে এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে।

ক্র. নং.	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীগণের নাম	বকেয়া পরিমানের বিশদ টাকায়	লকারের বকেয়া যখন থেকে
১.	দক্ষিণ সিঁথি শাখা	বিশ্ব রঞ্জন দাস	৯০৪৭	জুন-২১
২.		কল্পনা ঘোষ	৯০৪৭	জুন-২১
৩.		সুজয়া দে	৮৬০৪	জুন-২১
৪.		মনিন্দ্র চন্দ্র দাস	৩০৩৪০	জুন-২১
৫.		প্রশান্ত কুমার চ্যাটার্জী	৭৮৫৪	জুন-২১
৬.		মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী	৯০৪৭	জুন-২১
৭.		অঞ্জন চক্রবর্ত্তী	১৩৬৪৭	জুন-২১
৮.		সুমন ভার্মা	২৭৩৩৭	জুন-২১
৯.		সুজিত ব্যানার্জী	৭৮০৪	জুন-২১
১০.		চলন্তিকা সিনহা	৯০৪৭	জুন-২১

তারিখ : ১৯.১১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুজয় কোটাল খ) শাখা : পাঞ্চাল	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত গ্রাম : চণ্ডাইডাঙ্গা, পো : মাজদিয়া (মাজদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন), থানা : ওন্দা, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৪৪, মৌজা :একতারপুর, জেএল নং ২০৮,এলআর খতিয়ান নং ২৭৪, দাগ নং ৫৬০, এরিয়া ০.০১ একর, বাস্তু। **চৌহদ্দি :** উত্তরে নূপুর কোটালের ওরফে মেটে এর ভবন, দক্ষিণে : দিলীপ বিট এর ভবন, পূর্বে : অবশিষ্ট জমি এবং পরে সাধু চরণ পাত্রর ভবন, পশ্চিমে : সড়ক।	ক) ১৪.১১.২০২৪ খ) ২৫.০৬.২০২৪ গ) ১০,৭৩,০৭৭.৯৪ টাকা ইউসিআই সহ (দশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতাত্তর টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা ইউসিআই সহ)
২	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি জিরা দেবী মাহাত এবং শ্রী সুধীর কুমার মাহাত। খ) শাখা : বার্নপুর।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত আসানসোল আরএস প্লট নং ৯৫১, এলআর প্লট নং ১১৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৯, জেএল নং ৩৫, ওয়ার্ড নং ১৯,(পুরানো) এবং ৪১ (নতুন), এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট এবং দ্বিচক্র যান পার্কিং স্পেস পরিমাণ এরিয়া ২০ বর্গফুট একতলায়, এম এফ প্লাজা, ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ডি-৯, মুর্গাসোল, গুরুদ্বারা নিকট, এস পি মুখার্জি রোড, মৌজা : আসানসোল, থানা : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩৩০৩, আসানসোল পুরসভা অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড।	ক) ১৬.১১.২০২৪ খ) ২৯.০৮.২০২৪ গ) ২৫,৩৭,১৯২.৪৩ টাকা (পঁচিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার একশ বিরানব্বই টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৮.১১.২০২৪, স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আবাস প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ!

হাইকোর্টের নির্দেশে ২৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়দিঘি: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর ২ নং ব্লকের বিডিও। অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর শুরু করল রায়দিঘি থানা। এফআইআরের তালিকায় নাম আছে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী মবেজুল গাজি, শ্বশুর খালেক গাজি ও তৃণমূলের বুথ সভাপতি মোস্তাফা কয়ালের।

২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রায়দিঘি বিধানসভার নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক তছরুপের অভিযোগ ওঠে। এই তছরুপের বিরুদ্ধে দোষীদের শাস্তির দাবীতে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হন স্থানীয় বাসিন্দা বিজেপি কর্মী দীপু বর। দীপু বরের জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তে ২৭ জনের বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে অন্যের বাড়ির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এরপর ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ২৭ জনের কাছে ১ লক্ষ ২০ হাজার করে টাকা ফেরতের নোটিচ দেয় ব্লক প্রশাসন। ১৫ দিনের টাকা ফেরানোর নির্দেশ ছিল। কিন্তু এক বছর পরেও ৩০ লক্ষের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ফেরত আসে। এই ঘটনায় অবশেষে গত সপ্তাহে বিডিও ২৫ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রায়দিঘি থানায়।

সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও জানিয়েছেন, ২৫ জনের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ তছরুপের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। তালিকায় নাম রয়েছে নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী মোবেজেল গাজি এবং বুথ সভাপতি মোস্তফা কয়াল সহ তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের। রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক অলোক জলদাতা বলেছেন, আদালতের নির্দেশে প্রশাসন ব্যাবাস্থা নিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে কাউকে আড়াল করা হবে না। তবে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা দরকার।

মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে

সি পি (আইবি) নং ১৩৭/কেবি/২০২৩
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ধারা ৯৫(১) সম্পর্কিত
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, একটি কর্পোরেট বডি -১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস -স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, জীবনদীপ বিল্ডিং (১১ম তল), ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭১
...আর্থিক ঋণদাতা
এবং
শ্রী আনন্দ কুমার আগরওয়াল, সাকিন : ২০ভি, মোতিলাল বসাক লেন, কলকাতা : ৭০০০৫৪।
... ব্যক্তিগত জামিনদাতা।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ৯৫(১) ধারা অধীনে এক আবেদন দাখিল করা হয়েছে মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা সমীপে আর্থিক ঋণদাতা কর্তৃক। ২২.১০.২০২৪ বিষয়টির শুনানি হয় এবং উক্ত নির্দেশ বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ২ সমীপে ২৮.১১.২০২৪ তারিখে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা, সংশ্লিষ্ট সমীপে ব্যক্তিগত জামিনদাতাকে সংশ্লিষ্ট শুনানির সময়ে হাজির থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তারিখে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হবে। আবেদনের কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে যথাযথ ঠিকানা এবং ইমেল আইডি দিয়ে সংগ্রহ করা যাবে।

অজয় গগ্গর,
আর্থিক ঋণদাতার অ্যাডভোকেট,
প্রযত্নে : গগ্গর অ্যান্ড কোং, এলএলপি,
কলকাতা : ৭০০০০১।
ফোন : ৯৮৩১০১০৭৬৭, ০৩৩-৪০৬১৭২০৯
দ্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল,
কলকাতা বেঞ্চ,
তারিখ : ১৫.১১.২০২৪

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) **pnb punjab national bank** (Govt of India Undertaking)

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সস্ত্র ভার্টিকাল, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল, ৫ম তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cs4479@pnb.co.in

প্রাক বিক্রয় নোটিশ

REF: SASTRA/KOL(W)/PRE-SALE NOTICE/ / 2024-25 তারিখ : ১২.১১.২০২৪

প্রতি **শ্রী রাজু রতন চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত রতন বরোদা চৌধুরী প্রযত্নে গৌর চন্দ্র নস্কর হাউস নং ২১, তেঁতুলতলা - পশ্চিম, পো. গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪	প্রতি **শ্রীমতি তানবিতা (সেন) চৌধুরী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী রাজু রতন চৌধুরী প্রযত্নে গৌর চন্দ্র নস্কর হাউস নং ২১, তেঁতুলতলা - পশ্চিম, পো. গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪
প্রতি **শ্রী রাজু রতন চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত রতন বরোদা চৌধুরী হোল্ডিং নং ৪০২, পূর্ব বালিয়া, নফর চন্দ্র নস্কর রোড ''তৃষা অ্যাপার্টমেন্ট'' ফ্ল্যাট নং ''সি'' ১ম তল, ওয়ার্ড নং ০১, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪	প্রতি **শ্রীমতি তানবিতা (সেন) চৌধুরী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী রাজু রতন চৌধুরী হোল্ডিং নং ৪০২, পূর্ব বালিয়া, নফর চন্দ্র নস্কর রোড ''তৃষা অ্যাপার্টমেন্ট'' ফ্ল্যাট নং ''সি'' ১ম তল, ওয়ার্ড নং ০১, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪

মহাশয়/মহাশয়া
২০০২ সালের (সারফেসি আইন ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নোটিশ, অ্যাকাউন্ট নং - ৩১৯২০০এনটি০০০০০০২৭ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রী রাজু রতন চৌধুরী এবং শ্রীমতি তানবিতা (সেন) চৌধুরী শাখা অফিস : জে এন মুখার্জি শাখা থেকে নেওয়া হয়েছে।
এটি ০৭.০৮.২০২৪ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্কের দ্বারা জারি করা ৬০ দিনের দাবি নোটিশের উল্লেখ রয়েছে। নোটিশ এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/দায়বদ্ধদের দেওয়া হল যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে স্থাবর সম্পত্তি/গুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয় এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা ২৮.১০.২০২৪ তারিখে সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে দখল (প্রতীকী) গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলেন একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের পক্ষে যে জামিন সুদ সে বিষয়ে নীচের হিসাবে বিস্তারিত সুরক্ষিত সম্পদ ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে' ২৭.০১.২০২৫ তারিখে (বিক্রয় তারিখ) সকাল ১১.৩০টা দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত (বিক্রয় সময়) পুনরুদ্ধারের জন্য ২০,১৩,৩৬৭.৬২ টাকা ১৩(২) ধারা অধীনে ০১.১০.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে শ্রী রাজু রতন চৌধুরী এবং শ্রীমতি তানবিতা (সেন) চৌধুরী কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ২২.৪৬ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বায়না অর্থ জমা হবে ২.২৫ লাখ টাকা এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭.০১.২০২৫ দুপুর ৩টার মধ্যে।
উপরে উল্লিখিত আইনের অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে, নীচে নির্ধারিত সুরক্ষিত সম্পদের (গুলি) ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের বিষয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে এই নোটিশের ৩০ দিনের মধ্যে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশের পরিষেবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষিত পাওনাদার সারফেসি আইন ২০০২ এবং সম্মতিতে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের জন্য বিধি ৯(১) নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা ২০০২ এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ''তৃষা অ্যাপার্টমেন্ট'', ফ্ল্যাট নং সি, একতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে (মার্বেল মেঝে) পরিমাণ কমবেশি ৮৩৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ (৬৩২ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবং সিঁড়ি ৪৩ বর্গফুট এবং ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ সহ), ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত মৌজা : বালিয়া,জেএল নং ৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩০২, আরএস দাগ নং ৫৮৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫২৬, এলআর দাগ নং ৬২৮, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০২, পূর্ব বালিয়া, ওয়ার্ড নং ০১ , রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, অবস্থিত ৪০২, নফর চন্দ্র নস্কর রোড, বালিয়া গড়িয়া রোডের নিকট, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৮৪। দলিল নং ১-১৬০৪০৭৪৮৪- ২০১৮ সালের, সম্পত্তি শ্রী রাজু রতন চৌধুরী এবং শ্রীমতি তানবিতা সেন (চৌধুরী) এর নামে।	নেই

তারিখ : ১২.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক পুরুলিয়া শাখা
রাঁচি রোড, পোঃঅঃ- পুরুলিয়া ২৭৭, জেলা- পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০১। ই-মেইল: puruli@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট ৪ {রুল ৮(১)) দেখুন}
দখল নোটিস
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউকো ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে **০৬.০৮.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স জেনারেল বেডিং অ্যান্ড কটন মার্চেন্ট, স্বত্বাধিকারী- ১) জনাব আখতার মানসুরি পিতা- মোঃ হাজী ইসলাম মানসুরী, জে.কে. কোলাজ রোড, মানসুরি টেন্ট হাউস, পুরুলিয়া, ৭২৩১০১, জামিনদার- ১) জনাব আখতার মনসুরি পিতা- মোঃ হাজী ইসলাম মানসুরি, জে.কে. কোলাজ রোড, মানসুরি টেন্ট হাউস, পুরুলিয়া, ৭২৩১০১, ২) জনাব আনোয়ার মানসুরি পিতা- মোঃ হাজী ইসলাম মানসুরি, জে.কে. কোলাজ রোড, মানসুরি টেন্ট হাউস, পুরুলিয়া, ৭২৩১০১,৩) জনাব আকবর মানসুরি পিতা- মোঃ হাজী ইসলাম মানসুরি, জে.কে. কোলাজ রোড, মানসুরি টেন্ট হাউস, পুরুলিয়া, ৭২৩১০১** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৮,২০,৯৮৩.৭১/- টাকা (আঠারো লক্ষ কুড়ি হাজার নয়শো তিরাশি টাকা একাত্তর পয়সা মাত্র)** ২৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত এবং তুদুপরি সুদ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ১৬ ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৮,২০,৯৮৩.৭১/- টাকা (আঠারো লক্ষ কুড়ি হাজার নয়শো তিরাশি টাকা একাত্তর পয়সা মাত্র) ২৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত এবং তুদুপরি সুদ ইউকো ব্যাঙ্ক এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১ বিঘা, ৯ কাঠা / এবং ১৩ ছটাক পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-কেটিকা এর মধ্যে অবস্থিত থানা- পুরুলিয়া (টা), জেলা- পুরুলিয়া, সাব-রেজিস্ট্রার - পুরুলিয়া, পরগণা- চররাহ, জেএল নং ২৮৪, পুরুলিয়া পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, হোল্ডিং নং ১০০২, আরএস খতিয়ান নং ৬৫৬, সিএস প্লট নং ১৫৬৯ অংশ আরস প্লট নং ৫০৩।
সীমানা : উত্তর- নিউ ফেমাইন রোড; **দক্ষিণ**- ১৫৬৯ নম্বর প্লটের বাকি অংশ, **পূর্ব**- কমন প্যাসেজ; **পশ্চিম**- প্যাসেজ।

তারিখ: ১৬.১১.২০২৪,
স্থান: পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার,
ইউকো ব্যাঙ্ক

ট্যাব জালিয়াতির পান্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ট্যাব জালিয়াতি কাণ্ডে বিধাননগর কমিশনারেটের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স এরিয়া থেকে সোমবার মজহারুল আলম নামে এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি চোপড়ার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতকে সোমবার ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হয়। পুলিশের আবেদন অনুযায়ী, বিচারক ধৃতকে ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঝাড়গ্রাম জেলায় এখনও পর্যন্ত ১২টি স্কুলে ৬২টি অ্যাকাউন্ট হ্যাকের অভিযোগ এসেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ তদন্তে নেমে চোপড়ার বাসিন্দা মাজহারুল আলমের নাম জানতে পারে। এরপরেই বিধাননগর কমিশনারেটের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স এরিয়ায় অভিযান চালায়।

UNITY

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

দাবি নোটিশ ১৩(২) অধীন

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (''আইন'') এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস (''রুলস'') সংস্থান অধীনে
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড (''ব্যাঙ্ক'') অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক রুল ৩ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবি নোটিশ (গুলি) জারি করেছেন, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু কিছু নোটিশ (গুলি) পোস্টাল মন্তব্য অনুসারে পরিবেশিত হয় না, তাই যে নোটিশ(গুলি) ঋণগ্রহীতাদের কাছে পরিষেবার বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত	জামিনদত্ত সম্পদ
১	ঋণগ্রহীতার নাম : ১) ডি কে পলি প্যাকস (ঋণগ্রহীতা) ২) দর্শ পরশরামপুরিয়া (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৩) দৌলত পরশরামপুরিয়া (সহ ঋণগ্রহীতা) ৪) খুশি পরশরামপুরিয়া (সহ ঋণগ্রহীতা) অনুমোদনের তারিখ : ২৬.০৮.২০২৩ লোন অ্যাকাউন্ট নং : USFBKOL-LOAN000005011774 ঋণের পরিমাণ : ৭০,৯৯,৪৯৩ টাকা এনপিএ তারিখ : ০২.১০.২০২৪ দাবি নোটিশের তারিখ : ০৮.১০.২০২৪ (১৬.১০.২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে) দাবি নোটিশের পরিমাণ : ৭২,৭৫,৯১১.১০ টাকা ০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পতি রাজস্ব আদায়ী ডাঙ্গা জমির পরিমাণএরিয়া ৭ কাঠা ১ ছটাক ৩১ বর্গফুট কমবেশি বা ২৯ কাঠা ৫ ছটাক ২৯ বর্গফুট এর থেকে কম প্লট নং 'এ' 'বি' এবং 'সি' , আর এস দাগ নং ৫১০, এল আর দাগ নং ৫৪৯ (জমির এরিয়া ১৪ ছটাক ২৬ বর্গফুট- ২ কাঠা ৫ ছটাক ২৯ বর্গফুট থেকে) এলআর খতিয়ান নং ৪১৯ এবং আরএস দাগ নং ৫১১, এলআর দাগনং ৫৫০ (জমির এরিয়া ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৯ বর্গফুট- ১১ কাঠা ১১ ছটা ১৫ বর্গফুট থেকে) এলআর খতিয়ান নং ৪৩৮,৪৩৯, ৪৪০ এবং ৪৪১ এবং আরএস দাগ নং ৫২৮, এলআর দাগ নং ৫৬৭, (জমির এরিয়া ৩ কাঠা ৩ ছটাক ১১ বর্গফুট- ১৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৭ বর্গফুট থেকে) এলআর খতিয়ান নং ২৫৭, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৭,৫৩৮,৫৪০,৫৬৪,৫৬৫, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৭৬৩ (মেসার্স ফাইন প্লাস্টিকস গ্র্যানুয়েলস প্রা লি. এর নামে)অবস্থিত মৌজা :বোদাই,জেএল নং২৭, তৌজি নং ৭, আরএস নং ৬২, থানা: নিউ বারাকপুর (পূর্বতন বারাকপুর), স্থানীয় বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী):পূর্বে দাগ নং ৫১০, ৫১১ এবং ৫২৮; পশ্চিমে : দাগ নং ৫২২, ৫১১ এবং ৫১০, উত্তরে : ২৪ ফুট পিচ হীন সড়ক (কাঁচা রাস্তা), দক্ষিণে : দাগ নং ৫১০।
২	ঋণগ্রহীতার নাম : ১) কালীমাতা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) ২) অশ্বিনী কুমার মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৩) অনুপম মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা) ৪) মিনতি মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা) অনুমোদনের তারিখ : ৩০.১০.২০২২ লোন অ্যাকাউন্ট নং : USFBKOLLOAN000005005647 ঋণের পরিমাণ : ৪০,৬৭,০৬৫ টাকা এনপিএ তারিখ : ০২.১০.২০২৪ দাবি নোটিশের তারিখ : ০৮.১০.২০২৪ (১৬.১০.২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে) দাবি নোটিশের পরিমাণ : ৪০,২২,৬৭৫.২৩ টাকা ০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পতি জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : বাসিনা, এলআর খতিয়ান নং ৬৭০, এলআর দাগ নং২০৬, তৌজি নং ১০, আরএস নং ৫৪, জেএল নং ৩১, থানা : রাজারহাট, জেলা : ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রার বিধাননগর, কংক্রিটের ছাদ(নির্মাণ) অসম্পূর্ণ ৮০০ বর্গফুট ২ রুম, দক্ষিণে ৬ ফুট সকলের চলার পথ পঞ্চায়েত সড়কে যাওয়ার, সুবিধা এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : পূর্বে : ছোটচাঁদপুর মৌজা, পশ্চিমে : হাল দাগ নং ২০৬, উত্তরে : ৪০ ফুট সড়ক, বিষ্ণুপুর মৌজা , দক্ষিণে : ৬ ফুট এবং ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ।
৩	ঋণগ্রহীতার নাম : ১) কার জোন (ঋণগ্রহীতা) ২) শেখ আব্দুস সামাদ (সহ ঋণগ্রহীতা) ৩) শেখ নাজিমা খাতুন (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) অনুমোদনের তারিখ : ২৬.০৪.২০২২ লোন অ্যাকাউন্ট নং : CFSLKOLLOAN000005002881 ঋণের পরিমাণ : ১৫,০০,০০০ টাকা এনপিএ তারিখ : ০২.১০.২০২৪ দাবি নোটিশের তারিখ : ০৮.১০.২০২৪ (১৬.১০.২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে) দাবি নোটিশের পরিমাণ : ১৫,০৮,১৫৯.৮০ টাকা ০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ৫.৭৭৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি বা স্কিম প্লট নং বি, মৌজা : দত্তপুকুর, জেএল নং ১২২, আরএস নং ২১২, তৌজি নং ১২, (পূর্বতন ১৪৬), আরএস খতিয়ান নং ১৩৫/১, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫৯, বর্তমানে ৭২৮, আরএস এলআর দাগ নং ৩৬১/১১২৭ পি এস দত্ত পুকুর (পূর্বতন বারাসত), স্থানীয় দত্তপুকুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী): পূর্বে : আসরাব আলির সম্পত্তি; পশ্চিমে:৬০ ফুট চওড়া যশোর রোড, উত্তরে : স্কিম প্লট নং এ এর সম্পত্তি , দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
৪	ঋণগ্রহীতার নাম : ১) সনৎ ফিশ ফুড এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) ২) লিপিকা মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৩) সনৎ মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা) অনুমোদনের তারিখ : ২৮.১২.২০২৩ লোন অ্যাকাউন্ট নং : USFBKOLLOAN000005014279 ঋণের পরিমাণ : ৫১,৯৫,৮৫৯ টাকা এনপিএ তারিখ : ০২.১০.২০২৪ দাবি নোটিশের তারিখ : ০৮.১০.২০২৪ (১৬.১০.২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে) দাবি নোটিশের পরিমাণ : ৫৪,১৪,৬৬৮.৩৬ টাকা ০৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ অংশ, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮২, এলআর খতিয়ান নং ২৭০, পূর্ববর্তী ৩৩৬, বর্তমানে ৩৮৭, মৌজা:লতারবাগান, জেএল নং ২৭, তৌজি নং ২৩,থানা : হাড়োয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, লতারবাগান, খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : পূর্বে : সন্তোষ প্রামানিক; পশ্চিমে: রবীন সরকারা; উত্তরে: রবীন সরার; দক্ষিণে :সন্তোষ প্রামানিক।

৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপরোক্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারীকে আইনের বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ দ্বারা আদায় করতে বাধ্য করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুযায়ী, আপনি এখানে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের কোনো লেনদেন বা হস্তান্তর করতে পারবেন না, তা বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে যাই হোক। এই বিধানের কোন লঙ্ঘন একটি অপরাধ এবং আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য।
ঋণগ্রহীতারা চাইলে দাবি নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে পেতে পারেন এবং অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

স্থান - পশ্চিমবঙ্গ তারিখ - ১৯.১১.২০২৪
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) **pnb punjab national bank** (Govt of India Undertaking)

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০, দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সার্কেল সস্ত্র কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ইউনাইটেড টাওয়ার, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট - ৪, (রুল-৮(১)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ (নিম্নে বিস্তারিত) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
(১) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
(২) ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) শাখা : কদমতলা (ইইউএনআই) শাখা খ) ঋণগ্রহীতা :- শ্রী অরিন্দম সরকার, পিতা শ্রী লাল মোহন সরকার, এবং সহ আবেদনকারী : শ্রী লাল মোহন সরকার, পিতা পান্না লাল সরকার, উভয়ের ঠিকানা: ক)ফ্ল্যাট নং ১০১ , ২য়তলে, হোল্ডিং নং ২৬, নতুন পাড়া ফার্স্ট লেন, ওয়ার্ড নং ৪৫, পো: দানেশ খেশ লেন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯। খ) এইচআর-৩, ডুমুরজলা এইচ আই টি কোয়ার্টার্স-৪৩, বিএল-এইচ টাইপ ৩,রুম নং ৩, জেলা : হাওড়া, পিন: ৭১১১০৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য়তলে, (জি-২) তলবা ভবনে পরিমাণ ৬১৪ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, অবস্থিত আরএস দাগ নং ২৯৬, এলআর দাগ নং ৪৩০, আরএস খতিয়ান নং ২৮৭/১, এলআর খ তিয়ান নং ১১১৯/৩ এবং ৭৭৫/১, মৌজা :থানামাকুয়া, জেএল নং ৪০, হোল্ডিং নং ২৬, নতুন পাড়া ফার্স্ট লেন,হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৫ অধীন,পো: দানেশ শেখ লেন, থানা: সাঁকরাইল, পিন : ৭১১১০৯, জেলা : হাওড়া, সম্পত্তি শ্রী অরিন্দম সরকার এবং শ্রী লাল মোহন সরকারের নামে, দলিল নং ১-০৫০১০১০২১-২১৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ১০২ এবং সিঁড়ি। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	ক) ১৫.০৭.২০২৪ খ) ১৬.১১.২০২৪ গ) ১৭,৫৪,০৫০.৫০ টাকা (সতের লাখ চুয়ান্ন হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) শাখা : ওসিএইচএসটি (ইইউএনআই) শাখা খ) ঋণগ্রহীতা :- শ্রী গৌরাঙ্গ সিং, পিতা মাধব চন্দ্র সিং **এবং সহ আবেদনকারী : শ্রীমতি কৌশল্যা সিং,** স্বামী গৌরাঙ্গ সিং, উভয়ের ঠিকানা: ক) হাউস নং ৩৭,যুক্তিদি, থানা :ঘাটশিলা,জেলা :পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খ ণ্ড-৮৩২৩০৩, খ) ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৩য়তলে, 'অর্ণবী অ্যাপার্টমেন্ট', জগাছা মহিয়ারি রোড, ওয়ার্ড নং ৪৭, থানা: জগাছা, জেলা : হাওড়া, ৭১১১১২, গ) সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোয়া.নং২৩৭, ব্লক -৫, নিউ জি পি, পো : জিআইপি কলোনি, থানা : জগাছা, সাঁতরাগাছি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১১১১২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০২, অবস্থিত তিনতলায় নবনির্মিত ভবনে পরিমাণ ৭৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, আরএস দাগ নং ৫৪০(অংশ), ৫৪১ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ৩৬১, ৫৫। এলআর দাগ নং ১৫২৬, ১৫২০, এলআর খতিয়ান নং ২৫৪১, ২৫৩৯, মৌজা : জগাছা, জেএল নং ০৬, থানা : জগাছা, জেলা হাওড়া, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৭ অধীন, লিফট সুবিধা ব্যতীত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ১৩ ছটাক ১২ বর্গফুট, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া এবং অ্যাডিশনাল সাব রেজিস্ট্রি অফিস ডোমজুড়, হাওড়া। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে: খোলা জায়গা, পূর্বে : সিঁড়ি, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	ক) ১২.০৮.২০২৪ খ) ১৬.১১.২০২৪ গ) ১৬,৭০,২০৩.০৭ টাকা (যোলো লাখ সত্তর হাজার দুশো তিন টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৬.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : সাউদার্ন এভিনিউ
পি৫৩০, রাজা বি রায় রোড, সাউদার্ন এভিনিউ
রাসবিহারি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাউদার্ন এভিনিউ শাখা, কলকাতা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৮.০৮.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স মৌসুমী হালদার পিতা ভীষ্ম দেব হালদার ঠিকানা - এফএল-১এ, ২য় তল, সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট হোল্ডিং নং ৬১/১৮ পি এল চক্রবর্তী রোড, ওয়ার্ড নং ১৬, মৌজা রাজপুর, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯ (অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৯২৮৬৪৩৭৪, সিআইএফ - ৩০৫৮২৩৬৯১১৮) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সাউদার্ন এভিনিউ শাখা কলকাতা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,৮৭,৫১২ টাকা (চৌত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার পাঁচশ বারো টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিকট বকেয়া **৩৫,৭৭,৭০৭ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশ সাত টাকা) ১৬.১১.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :

রেজেস্ট্রেশন বিস্তারিত এসএল নং খাতা নং হাউস নং সাইট নং	সম্পত্তির বিস্তারিত ভবনের সম্প্রসারিত অংশ	চৌহদ্দি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফএল-১/এ, পরিমাণ কমবেশি ১০৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর দিকে, দোতলায় 'সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট' স্থিত, নথিভুক্ত বুক নং১, ভল্যুম নং ১৬০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৫৪৫১৭ থেকে ৩৫৪৫৪৯, দলিল নং ১৬০৪১১১৮১-২০২৩ সালের, সকল সুবিধা , সকলের চলার পথ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে। সম্পত্তি অবস্থিত স্থানীয় রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৬১/১৮, পি এল চক্রবর্তী রোড, ওয়ার্ড নং ১৬, মৌজা : রাজপুর , জেএল নং ৫৫, তৌজি নং২৫১, আরএস খতিয়ান নং ২১৪৮ এবং ২৪৪৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৬২, এলআর খতিয়ান নং ৬৪ এবং ১৫৬, থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৯, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সোনারপুর এডিএসআর এবং ডিএসপি আলিপুর, এআরএ কলকাতা। ফ্ল্যাটে ৪ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি, ১ বারান্দা এবং ১ ব্যালকনি এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস, একতলায় পরিমাণ ১৩০ বর্গফুট।	**এরিয়া :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফএল-১/এ, উত্তর দিকে ,দোতলায় , পরিমাণ ১০৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১৩০ বর্গফুট 'সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট'' স্থিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ১৩ কাঠা ৪ ছটাক ৪৩.২ বর্গফুট কমবেশি।	**জমির চৌহদ্দি : উত্তরে:** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ; **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া পান্নালাল চক্রবর্তী রোড; **পূর্বে :** ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** ১৯ ফুট চওড়া পাশ্চাত্য পাড়া (টবিন রোড)। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, লবি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ :১৬.১১.২০২৪/ স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউপিএসসি ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: চতুর্থবারের জন্য বারাসত লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হয়ে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। প্রতিশ্রুতি মতো সোমবার মধ্যমগ্রাম পুরসভা ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সাংসদ কোটার ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রটি গঠে উঠবে। সাংসদের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগে এগিয়ে এসেছে মধ্যমগ্রাম পুরসভা। তাদের সাড়ে ৫ কাঠা জমির ওপর এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বারাসতের এসডিও সোমা দাস, পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এই প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষার প্রসারের জন্য লাগাতার কাজ করে চলেছেন। বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁর ভাবধারাকে অনুসরণ করে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি তৈরি করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কেন্দ্র থেকে কয়েকশো ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর উপকৃত হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজের সুবিধা হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে উঠবে বলে দাবি করেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ বলেন, এই কেন্দ্রটি চালু হলে এখানকার বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও দুস্থ পড়ুয়া উপকৃত হবে।

অস্ত্রসহ ডাকাত দল গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ডাকাতির উদ্দেশ্যে ভিন রাজ্য থেকে অস্ত্র সহ জড়ো হয়েছিল ১২ জন দুষ্কৃতীর একটি দল। রবিবার ঘাটাল থানার আলুই গ্রাম থেক তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঘাটাল মহকুমা আদালতে তাদের তোলা হয়েছিল। আলুই গ্রামের বাসিন্দারা জানান, গ্রামের মধ্যে এতজন দুষ্কৃতী ঘাপটি মেরে রয়েছে তা তারা ঘুনাক্ষরেও জানতে পারেনি। রবিবার একটি বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ বেশ কিছু কার্তুজ উদ্ধার হওয়ার পর এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘাটাল থানার পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এরপরেই পুরো এলাকা শুনশান রয়েছে। বাড়িটি তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।

J&K Bank

দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লিমিটেড

ইম্পেয়ার্ড অ্যাসেটস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
বি/ইউ কলকাতা মেইন (০১২৬)
৬ডি, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন: +০৩৩-২২৪৮৫৪৫৭
ই-মেইল: clacat@jkbmail.com

(সারফেইসি এক্ট -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি)

রেফা. নং - **Jkb/Adv/Calcut/Hlp-80** — **তারিখ: ০৯.০৯.২০২৪**

রেজিস্টার্ড এ.ডি.

মৌমিতা দত্ত — **....ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা**
পিতা- অসীম কুমার দত্ত
ঠিকানা ১ম- ডি-২৯, কাটজু নগর, যাদবপুর কলকাতা-৭০০০৩২
ঠিকানা ২য়- ফ্ল্যাট নং- ৩এ, ৩য় ফ্লোর প্রিমিসেস নং; ৭৬০, মাদুরদহ, থানা তিলজলা, কলকাতা ৭০০১০৭

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় মহাশয়/গণ,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এর পরে 'দ্য এক্ট' হিসাবে বলা হয়েছে) এর অধীনে এই ডিমান্ড নোটিশটি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে শ্রী সতপাল সিং আমার দ্বারা **২০২৪ সালের ০৯ই সেপ্টেম্বর** তারিখে জারি করা হয়েছে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বন্দোবস্তের অধীন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, কারণগুলি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে
যেহেতু, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক ইউনিট, (কলকাতা প্রধান) (এরপরে ব্যাঙ্ক বলা হয়েছে) **বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা** মঞ্জুর করেছে যার বিশদ এখানে নিম্নে দেওয়া হল :
ক) ২৯,৩৪,৬০৫ টাকার একটি (হাউজিং লোন সুবিধা) রেফা. নং JKB/KOUADV/2023 তারিখ- ১৭.১০.২০২৩ দ্বারা মঞ্জুরিকৃত আপনাকে (এখানে পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে)।
যেখানে উপরে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধা নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল -

প্রাথমিক নিরাপত্তা :
৩য় ফ্লোরে উত্তর পশ্চিম পাশে একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩এ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক পরিমাপ প্রায় ১২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা তিনটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর সহ ডাইনিং স্পেস, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউসি, ২ সিবি এবং একটি বারান্দা সমন্বিত। প্রেমিসেস নং ৭৬০, মাদুরদহ, থানা-তিলজালা, কলকাতা ৭০০১০৭-এ অবস্থিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত কমবেশি ৬ কাঠা, ১০ ছটাক ১০ বর্গফুট জায়গার উপর নির্মিত যার মৌজা- মাদুরদাহ, জেএল নং ১২, আরএস নং ২১২, তৌজি নং- ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ৪৫৫১৮৭ নং খতিয়ানের অধীনে, থানা তিলজলার অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়

জামানত নিরাপত্তা
১.
২.
৩.

যেহেতু উপরোক্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাটি ব্যাংকের অনুকূলে উপরোক্ত উল্লেখিত সম্পত্তিগুলিতে (সুরক্ষিত সম্পদ) নিরাপত্তা সুদ তৈরি করার পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনি গ্রহণ করেছিলেন।
যেহেতু, ঋণগ্রহীতা উপরোক্ত উল্লেখিত অনুমোদন পত্র/গুলি এবং ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতার দ্বারা সম্পাদিত নথিতে বিধৃত অন্যান্য শর্তাবলী অনুযায়ী ক্রেডিট সুবিধা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলস্বরূপ ঋণগ্রহীতার লোন অ্যাকাউন্ট ০১২৬২৬৫৫০০০০০০৮০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা অনুসারে ২৯-০৮-২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্ক দ্বারা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। লোন অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সুবিধা	অনুমোদিত সীমা	সীমা প্রাপ্তি	এনপিএ -এর তারিখ	এনপিএ -এর পরিমান	অধার্যকৃত সুদ	৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া
১	হাউজিং লোন সুবিধা	২৯,৩৪,৬০৫ টাকা	২৯,৩৪,৬০৫ টাকা	২৯.০৮.২০২৪	২৭,৭৭,৫৭৪ টাকা	৯৪,১০৮.৬০ টাকা	২৮,৭১,৬৮২.৬০ টাকা
২							
৩							
৪							
	সর্ব্ব মোট	**২৯,৩৪,৬০৫ টাকা**	**২৯,৩৪,৬০৫ টাকা**		**২৭,৭৭,৫৭৪ টাকা**	**৯৪,১০৮.৬০ টাকা**	**২৮,৭১,৬৮২.৬০ টাকা**

৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ ছাড়াও, ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে, বিজি-এর ক্রিস্টালাইজেশন এবং/অথবা এলসি-এর (যদি থাকে) হস্তান্তরের কারণে বকেয়া হতে পারে এমন পরিমাণ দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া ২৮,৭১,৬৮২.৬০ টাকা
যেহেতু উপরে উল্লিখিত পরিমাণটি ব্যাংকের হিসাবের খাতায় ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার কাছ থেকে বকেয়া এবং প্রদেয়। এখন যেহেতু ঋণগ্রহীতা এখানে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অবহেলা করেছে, এবং ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে একটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তাই উপরে উল্লিখিত নামে আমি অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং এর উপ-ধারার অধীনে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দিচ্ছি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (২) অধীনে ঋণগ্রহীতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে এবং ঋণগ্রহীতার দায় পরিশোধের জন্য একত্রিতভাবে **২৮,৭১,৬৮২.৬০ টাকা (আঠাশ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শো বিরাশি টাকা ষাট পয়সা মাত্র)** উপরে বর্ণিত হিসাবে, এবং এর উপর **০১.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর** চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ যা সময়ে সময়ে ব্যাঙ্কের দ্বারা বহন করা হয়েছে তা সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করতে আহ্বান জানাচ্ছি, এতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের মূল্যে ও ঝুঁকিতে আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
আমরা ঋণগ্রহীতাগণকে আরও নোটিশ দিচ্ছিযে ৬০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং খরচ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন (১৩) এর সাব সেকশন (৪) অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে মুক্ত হব।
১) ঋণগ্রহীতার দাবি অনুযায়ী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকারের সাথে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে অনুমোদিত।
২) প্রক্রিয়ায় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হবে। অধিকন্তু সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন না হলে, ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবশিষ্ট বকেয়া পুনরুদ্ধারের অধিকার থাকবে।
৩) এই ডিমান্ড নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া রাশির বিষয়ে আরও দাবি করার অধিকার সহ ব্যাঙ্কের থাকতে পারে এমন অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটিকে বিবেচিত করা হবে না।
৪) আইনের ধারা ১৩(১৩) এই নোটিশের তারিখের পরে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় এই নোটিশে উল্লিখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখে এবং এর লঙ্ঘন উল্লিখিত বিধানটি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৫) এই ডিমান্ড নোটিশটি হল ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা এবং বকেয়া পরিমাণের সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা ঋণ গ্রহীতা/কোম্পানী/পরিচালক/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে অন্য যেকোনও অধীন পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করে দাবি করা আইনি প্রতিকার।
৬) ঋণগ্রহীতাকে আরও জানানো হচ্ছে যে তিনি আইনের ধারা ১৩(৮) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদটি মুক্ত করতে পারেন।

অনুমোদিত অফিসার

রেজিস্টার্ড অফিস কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার এম.এ.রোড, শ্রীনগর ১৯০০০১ কাশ্মীর, ভারত ফোন +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮১ ৯৩০-৩৫
ফ্যাক্স +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮ ১৯২৮ CIN: L65110JK1938SGC000048 ইমেল- info@jkbmail.com, ওয়েব- jkbank.net

---

J&K Bank

দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লিমিটেড

ইম্পেয়ার্ড অ্যাসেটস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
বি/ইউ কলকাতা মেইন (০১২৬)
৬ডি, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন: +০৩৩-২২৪৮৫৪৫৭
ই-মেইল: clacat@jkbmail.com

(সারফেইসি এক্ট -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি)

রেফা. নং - **Jkb/Adv/Calcat/Hlp-79** — **তারিখ: ০৯.০৯.২০২৪**

রেজিস্টার্ড এ.ডি.

ইন্দ্রজিৎ কুমার রায় — **....ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা**
পিতা প্রয়াত রামজি রায়
ঠিকানা ১ম- বৈশাখি আবাসন, ডি-২৯/৫ ব্লক এজি, সল্টলেক, পোস্ট- সেচ ভবন, থানা- বিধান নগর, উত্তর কলকাতা-৭০০০৯১ জেলা- উত্তর ২৪-পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ঠিকানা ২য়- ফ্ল্যাট নং- ৪এ ৪র্থফ্লোর প্রিমিসেস নং- ৭৬০, মাদুরদহ, থনা- তিলজলা কলকাতা-৭০০১০৭

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় মহাশয়/গণ,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এর পরে 'দ্য এক্ট' হিসাবে বলা হয়েছে) এর অধীনে এই ডিমান্ড নোটিশটি **জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে** শ্রী সতপাল সিং আমার দ্বারা **২০২৪ সালের ০৯ই সেপ্টেম্বর** তারিখে জারি করা হয়েছে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বন্দোবস্তের অধীন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, কারণগুলি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে
যেহেতু, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক ইউনিট, (কলকাতা প্রধান) (এরপরে ব্যাঙ্ক বলা হয়েছে) বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করেছে যার বিশদ এখানে নিম্নে দেওয়া হল -
ক) (২৯,১৪,১২১ টাকার একটি (হাউজিং লোন সুবিধা) রেফা. নং Jkb/Kol/Adv/2023 তারিখ- ১৭.১০.২০২৩ দ্বারা মঞ্জুরিকৃত আপনাকে (এখানে পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে)। যেখানে উপরে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধা নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল -

প্রাথমিক নিরাপত্তা:
৪র্থ ফ্লোরে উত্তর পশ্চিম পাশে একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৪এ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ প্রায় ১২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিনটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর সহ ডাইনিং স্পেস, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ.সি., ২ সি.বি. এবং একটি বারান্দা সমন্বিত প্রেমিসেস নং ৭৬০, মাদুরদহ, থানা তিলজালা, কলকাতা ৭০০১০৭ কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৮ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬ কাঠা ১০ ছটাক ১০ বর্গফুট জায়গার উপর নির্মিত । মৌজা- মাদুরদহ, জেএল নং- ১২, আরএস নং- ২১২, তৌজি নং- ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ৪৫৫ এর অন্তর্ভুক্ত, খতিয়ান নং ১৮৭ এর অধীনে থানা- তিলজলার অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত সেইসঙ্গে উক্ত ফ্ল্যাটের জমি এবং সাধারণ এলাকা, স্থাপনা এর আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার এবং ইন্টারেস্ট সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য এর অধিকার।

জামানত নিরাপত্তা
১.
২.
৩.

যেহেতু উপরোক্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাটি ব্যাংকের অনুকূলে উপরোক্ত উল্লেখিত সম্পত্তিগুলিতে (সুরক্ষিত সম্পদ) নিরাপত্তা সুদ তৈরি করার পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনি গ্রহণ করেছিলেন।
যেহেতু, ঋণগ্রহীতা উপরোক্ত উল্লেখিত অনুমোদন পত্র/গুলি এবং ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতার দ্বারা সম্পাদিত নথিতে বিধৃত অন্যান্য শর্তাবলী অনুযায়ী ক্রেডিট সুবিধা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলস্বরূপ ঋণগ্রহীতার লোন অ্যাকাউন্ট ০১২৬২৬৫৫০০০০০০৭৯ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা অনুসারে ২৯-০৮-২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্ক দ্বারা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। লোন অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সুবিধা	অনুমোদিত সীমা	সীমা প্রাপ্তি	এনপিএ -এর তারিখ	এনপিএ -এর পরিমান	অধার্যকৃত সুদ	৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া
১	হাউজিং লোন সুবিধা	২৯,১৪,১২১ টাকা	২৯,১৪,১২১ টাকা	২৯.০৮.২০২৪	২৮,৯১,৭৯৮ টাকা	৯৫,৩৪০.১৬ টাকা	২৯,৮৭,১৩৮.১৬ টাকা
২							
৩							
৪							
	সর্ব্ব মোট	**২৯,১৪,১২১ টাকা**	**২৯,১৪,১২১ টাকা**		**২৮,৯১,৭৯৮ টাকা**	**৯৫,৩৪০.১৬ টাকা**	**২৯,৮৭,১৩৮.১৬ টাকা**

৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ ছাড়াও, ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে, বিজি-এর ক্রিস্টালাইজেশন এবং/অথবা এলসি-এর (যদি থাকে) হস্তান্তরের কারণে বকেয়া হতে পারে এমন পরিমাণ দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া **২৯,৮৭,১৩৮.১৬ টাকা**
যেহেতু উপরে উল্লিখিত পরিমাণটি ব্যাংকের হিসাবের খাতায় ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার কাছ থেকে বকেয়া এবং প্রদেয়। এখন যেহেতু ঋণগ্রহীতা এখানে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অবহেলা করেছে, এবং ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে একটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তাই উপরে উল্লিখিত নামে আমি অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং এর উপ-ধারার অধীনে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দিচ্ছি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (২) অধীনে ঋণগ্রহীতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে এবং ঋণগ্রহীতার দায় পরিশোধের জন্য একত্রিতভাবে **২৯,৮৭,১৩৮.১৬ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার একশো আটত্রিশ টাকা মাত্র)** উপরে বর্ণিত হিসাবে, এবং এর উপর **০১.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর** চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ যা সময়ে সময়ে ব্যাঙ্কের দ্বারা বহন করা হয়েছে তা সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করতে আহ্বান জানাচ্ছি, এতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের মূল্যে ও ঝুঁকিতে আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
আমরা ঋণগ্রহীতাগণকে আরও নোটিশ দিচ্ছিযে ৬০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং খরচ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন (১৩) এর সাব সেকশন (৪) অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে মুক্ত হব।
১) ঋণগ্রহীতার দাবি অনুযায়ী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকারের সাথে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে অনুমোদিত।
২) প্রক্রিয়ায় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হবে। অধিকন্তু সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন না হলে, ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবশিষ্ট বকেয়া পুনরুদ্ধারের অধিকার থাকবে।
৩) এই ডিমান্ড নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া রাশির বিষয়ে আরও দাবি করার অধিকার সহ ব্যাঙ্কের থাকতে পারে এমন অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটিকে বিবেচিত করা হবে না।
৪) আইনের ধারা ১৩(১৩) এই নোটিশের তারিখের পরে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় এই নোটিশে উল্লিখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখে এবং এর লঙ্ঘন উল্লিখিত বিধানটি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৫) এই ডিমান্ড নোটিশটি হল ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা এবং বকেয়া পরিমাণের সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা ঋণ গ্রহীতা/কোম্পানী/পরিচালক/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে অন্য যেকোনও অধীন পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করে দাবি করা আইনি প্রতিকার। ৬) ঋণগ্রহীতাকে আরও জানানো হচ্ছে যে তিনি আইনের ধারা ১৩(৮) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদটি মুক্ত করতে পারেন।

অনুমোদিত অফিসার

রেজিস্টার্ড অফিস কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার এম.এ.রোড, শ্রীনগর ১৯০০০১ কাশ্মীর, ভারত ফোন +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮১ ৯৩০-৩৫
ফ্যাক্স +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮ ১৯২৮ CIN: L65110JK1938SGC000048 ইমেল- info@jkbmail.com, ওয়েব- jkbank.net

---

J&K Bank

দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লিমিটেড

ইম্পেয়ার্ড অ্যাসেটস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
বি/ইউ কলকাতা মেইন (০১২৬)
৬ডি, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন: +০৩৩-২২৪৮৫৪৫৭
ই-মেইল: clacat@jkbmail.com

(সারফেইসি এক্ট -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি)

রেফা. নং - **Jkb/Adv/Calcut/Hlp-72** — **তারিখ: ২১.০৯.২০২৪**

রেজিস্টার্ড এ.ডি.

সুনীল কুমার দাস — **....ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা**
পিতা- শশী ভূষণ দাস
১ম ঠিকানা- ৪৮৭ সুকান্ত নগর, সেক্টর-৪ সল্ট লেক, বিধান নগর (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০১০৬ জেলা উত্তর ২৪-পরগনা পশ্চিমবঙ্গ
২য় ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ১এ, ১ম ফ্লোর প্রেমিসেস নং ১৬/২৭/৪৯/১ চক ঠাকুরানী কালিতলা রোড কলকাতা -৭০০১০৪
৩য় ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ১বি, ১ম ফ্লোর প্রেমিসেস নং ১৬/২৭/৪৯/১ চক ঠাকুরানী কলিতলা রোড কলকাতা-৭০০১০৪
সুনীল কুমার দাস (এমপ্লয়ী আইডি ২০০৬০০৪৯৭৬)
পদমর্যাদা- স্টেট ট্যাক্স অফিসার
প্রযত্নে- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্যিক কর অধিদপ্তর রূপনারায়ণপুর এ.এইচ ৬ জকপুর খড়গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১৩০১

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় মহাশয়/গণ,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এর পরে 'দ্য এক্ট' হিসাবে বলা হয়েছে) এর অধীনে এই ডিমান্ড নোটিশটি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে শ্রী সতপাল সিং আমার দ্বারা ২০২৪ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর তারিখে জারি করা হয়েছে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বন্দোবস্তের অধীন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, কারণগুলি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে
যেহেতু, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক ইউনিট, (কলকাতা প্রধান) (এরপরে ব্যাঙ্ক বলা হয়েছে) বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করেছে যার বিশদ এখানে নিম্নে দেওয়া হল -
ক) (২৭, ৮৯,৫৫৯ টাকার একটি (হাউজিং লোন সুবিধা) রেফা. নং Jkb/KOL/ADV/2023 তারিখ- ০৮-০৬-২০২৩ দ্বারা মঞ্জুরিকৃত আপনাকে (এখানে পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে)।
যেখানে উপরে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধা নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল -

প্রাথমিক নিরাপত্তা:
আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার নং ১এ, ১ম ফ্লোর নর্থ ইস্টে প্রায় ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ফ্ল্যাট নং ১বি, ১ম ফ্লোর সাউথ ওয়েস্ট পরিমাপ প্রায় ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রেমিসেস নং ১৬/২৭ /৪৯/১, চক ঠাকুরানি কালিতলা রোড, কলকাতা -৭০০১০৪, থানা ঠাকুরপুকুর এখন হরিদেবপুর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৪৩ নং ওয়ার্ডের মধ্যে চক ঠাকুরানি মৌজার অধীনে প্রায় ২ কাঠা ৫ ছটাক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর নির্মিত যার জেএল নং ২ আরএস নং ২৬, পরগনা খাসপুর এলআর খতিয়ান নং ৮১৭৮-এ নথিভুক্ত এলআর দাগ নং ৩১৭ সংশ্লিষ্ট আরএস দাগ নং১৯৯-এ গঠিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ।

জামানত নিরাপত্তা
১.
২.

যেহেতু উপরোক্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাটি ব্যাংকের অনুকূলে উপরোক্ত উল্লেখিত সম্পত্তিগুলিতে (সুরক্ষিত সম্পদ) নিরাপত্তা সুদ তৈরি করার পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনি গ্রহণ করেছিলেন।
যেহেতু, ঋণগ্রহীতা উপরোক্ত উল্লেখিত অনুমোদন পত্র/গুলি এবং ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতার দ্বারা সম্পাদিত নথিতে বিধৃত অন্যান্য শর্তাবলী অনুযায়ী ক্রেডিট সুবিধা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলস্বরূপ ঋণগ্রহীতার লোন অ্যাকাউন্ট ০১২৬২৬৫৫০০০০০০৭২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা অনুসারে ২৯-০৮-২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্ক দ্বারা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে । লোন অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সুবিধা	অনুমোদিত সীমা	সীমা প্রাপ্তি	এনপিএ -এর তারিখ	এনপিএ -এর পরিমান	অধার্যকৃত সুদ	৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া
১	হাউজিং লোন সুবিধা	২৭,৮৯,৫৫৯ টাকা	২৭,৮৯,৫৫৯ টাকা	২৯.০৮.২০২৪	২৭,১৭,০৯৬ টাকা	৮৬,৮৭২ টাকা	২৮,০৩,৯৬৮ টাকা
২							
৩							
৪							
	সর্ব্ব মোট	**২৭,৮৯,৫৫৯ টাকা**	**২৭,৮৯,৫৫৯ টাকা**		**২৭,১৭,০৯৬ টাকা**	**৮৬,৮৭২ টাকা**	**২৮,০৩,৯৬৮ টাকা**

৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ ছাড়াও, ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে, বিজি-এর ক্রিস্টালাইজেশন এবং/অথবা এলসি-এর (যদি থাকে) হস্তান্তরের কারণে বকেয়া হতে পারে এমন পরিমাণ দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া **২৮,০৩,৯৬৮** টাকা
যেহেতু উপরে উল্লিখিত পরিমাণটি ব্যাংকের হিসাবের খাতায় ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার কাছ থেকে বকেয়া এবং প্রদেয়। এখন যেহেতু ঋণগ্রহীতা এখানে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অবহেলা করেছে, এবং ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে একটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তাই উপরে উল্লিখিত নামে আমি অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং এর উপ-ধারার অধীনে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দিচ্ছি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন১৩ এর সাব-সেকশন (২) অধীনে ঋণগ্রহীতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে এবং ঋণগ্রহীতার দায় পরিশোধের জন্য একত্রিতভাবে **২৮,০৩,৯৬৮ টাকা (আঠাশ লক্ষ তিন হাজার নয়শো আটষট্টি টাকা মাত্র)** উপরে বর্ণিত হিসাবে, এবং এর উপর **০১.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর** চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ যা সময়ে সময়ে ব্যাঙ্কের দ্বারা বহন করা হয়েছে তা সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করতে আহ্বান জানাচ্ছি, এতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের মূল্যে ও ঝুঁকিতে আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
আমরা ঋণগ্রহীতাগণকে আরও নোটিশ দিচ্ছিযে ৬০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং খরচ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন (১৩) এর সাব সেকশন (৪) অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে মুক্ত হব।
১) ঋণগ্রহীতার দাবি অনুযায়ী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকারের সাথে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে অনুমোদিত।
২) প্রক্রিয়ায় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হবে। অধিকন্তু সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন না হলে, ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবশিষ্ট বকেয়া পুনরুদ্ধারের অধিকার থাকবে।
৩) এই ডিমান্ড নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া রাশির বিষয়ে আরও দাবি করার অধিকার সহ ব্যাঙ্কের থাকতে পারে এমন অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটিকে বিবেচিত করা হবে না।
৪) আইনের ধারা ১৩(১৩) এই নোটিশের তারিখের পরে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় এই নোটিশে উল্লিখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখে এবং এর লঙ্ঘন উল্লিখিত বিধানটি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৫) এই ডিমান্ড নোটিশটি হল ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা এবং বকেয়া পরিমাণের সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা ঋণ গ্রহীতা/কোম্পানী/পরিচালক/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে অন্য যেকোনও অধীন পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করে দাবি করা আইনি প্রতিকার। ৬) ঋণগ্রহীতাকে আরও জানানো হচ্ছে যে তিনি আইনের ধারা ১৩(৮) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদটি মুক্ত করতে পারেন।

অনুমোদিত অফিসার

রেজিস্টার্ড অফিস কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার এম.এ.রোড, শ্রীনগর ১৯০০০১ কাশ্মীর, ভারত ফোন +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮১ ৯৩০-৩৫
ফ্যাক্স +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮ ১৯২৮ CIN: L65110JK1938SGC000048 ইমেল- info@jkbmail.com, ওয়েব- jkbank.net

---

J&K Bank

দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লিমিটেড

ইম্পেয়ার্ড অ্যাসেটস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
বি/ইউ কলকাতা মেইন (০১২৬)
৬ডি, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন: +০৩৩-২২৪৮৫৪৫৭
ই-মেইল: clacat@jkbmail.com

(সারফেইসি এক্ট -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি)

সংযুক্তি-১

রেফা. নং - **Jkb/Adv/Calcut/Hlp-75** — **তারিখ: ২১.০৯.২০২৪**

রেজিস্টার্ড এ.ডি.

মানব কুমার রায় — **....ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা**
পিতা-শঙ্করী মোহন রায়
ঠিকানা ১ম - ৪০ দক্ষিণ পল্লী, সোদপুর উত্তর কলকাতা-৭০০১১০
ঠিকানা ২য়- ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোর প্রিমিসেস নং- ১৬/২৭/৪৯/১, চক ঠাকুরানি কালীতলা রোড, থানা- হরিদেবপুর কলকাতা-৭০০১০৪ ঠিকানা ৩য় - ফ্ল্যাট নং ২বি, ২য় ফ্লোর প্রিমিসেস নং- ১৬/২৭ ৪৯/১, চকঠাকুরানী কালিতলা রোড, থানা- হরিদেবপুর কোলকাতা-৭০০১০৪ ঠিকানা ৪র্থ - টি৮, গভর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেট সোদপুর পানিহাটি উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১১০

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় মহাশয়/গণ,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এর পরে 'দ্য এক্ট' হিসাবে বলা হয়েছে) এর অধীনে এই ডিমান্ড নোটিশটি **জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক** হিসাবে শ্রী সতপাল সিং আমার দ্বারা **২০২৪ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর** তারিখে জারি করা হয়েছে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বন্দোবস্তের অধীন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, কারণগুলি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে
যেহেতু, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক ইউনিট, (কলকাতা প্রধান) (এরপরে ব্যাঙ্ক বলা হয়েছে) বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করেছে যার বিশদ এখানে নিম্নে দেওয়া হল -
ক) (হাউজিং লোন সুবিধা) ২৮, ৫২,২২৮ টাকা নং Jkb/Kol/Adv/2023 তারিখ- ০৩-০৭-২০২৩ দ্বারা মঞ্জুরিকৃত রেফারেন্সের মাধ্যমে আপনার কাছে (এখানে পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে)। যেখানে উপরে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধা নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল -

প্রাথমিক নিরাপত্তা:
দুটি আবাসিক দুই বেড রুমের ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার নং ২এ- ২য় ফ্লোর নর্থ ইস্ট পরিমাপ প্রায় ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া এবং আরেকটি ফ্ল্যাট নং ২বি, ২য় ফ্লোর সাউথ ওয়েস্ট সাইডে সুপার বিল্ট এলাকার পরিমাপ প্রায় ৫৫০ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ১৬/২৭/৪৯/১, চক ঠাকুরানী কালীতলা রোড, কলকাতা-৭০০১০৪ থানা- ঠাকুরপুর বর্তমানে হরিদেবপুর এখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৪৩ নং ওয়ার্ডের মধ্যে মৌজার অধীনে প্রায় ২ কাঠা ৫ ছটাক পরিমাপের জমির উপর নির্মিত হয়েছে মৌজা- চক ঠাকুরানি, জেএল নং ২৪, আরএস নং ২৬, পরগণা খাসপুরে দাগ নং-১৯৯, সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং ৩১৭এলআর খতিয়ান নং ৮১৭৮-এ নথিভুক্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সেইসঙ্গে উল্লিখিত জমি এবং সাধারণ এলাকার আনুপাতিক অবিভক্ত অবিভাজ্য শেয়ার এবং, উল্লিখিত জমি ও ফ্ল্যাটের স্থাপনা, সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য অধিকার ।

জামানত নিরাপত্তা
১.
২.

যেহেতু উপরোক্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাটি ব্যাংকের অনুকূলে উপরোক্ত উল্লেখিত সম্পত্তিগুলিতে (সুরক্ষিত সম্পদ) নিরাপত্তা সুদ তৈরি করার পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনি গ্রহণ করেছিলেন।
যেহেতু, ঋণগ্রহীতা উপরোক্ত উল্লেখিত অনুমোদন পত্র/গুলি এবং ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতার দ্বারা সম্পাদিত নথিতে বিধৃত অন্যান্য শর্তাবলী অনুযায়ী ক্রেডিট সুবিধা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলস্বরূপ ঋণগ্রহীতার লোন অ্যাকাউন্ট ০১২৬২৬৫৫০০০০০০৭৫ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা অনুসারে ২৯ অগাস্ট, ২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্ক দ্বারা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। লোন অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সুবিধা	অনুমোদিত সীমা	সীমা প্রাপ্তি	এনপিএ -এর তারিখ	এনপিএ -এর পরিমান	অধার্যকৃত সুদ	৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া
১	হাউজিং লোন সুবিধা	২৮,৫২,২২৮ টাকা	২৮,৫২,২২৮ টাকা	২৯.০৮.২০২৪	২৮,১৮,৪৮৯ টাকা	৯৪,৮২৮.৫৮ টাকা	২৯,১৩,৩১৭.৫৮ টাকা
২							
৩							
৪							
	সর্ব্ব মোট	**২৮,৫২,২২৮ টাকা**	**২৮,৫২,২২৮ টাকা**		**২৮,১৮,৪৮৯ টাকা**	**৯৪,৮২৮.৫৮ টাকা**	**২৯,১৩,৩১৭.৫৮ টাকা**

৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ ছাড়াও, ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে, বিজি-এর ক্রিস্টালাইজেশন এবং/অথবা এলসি-এর (যদি থাকে) হস্তান্তরের কারণে বকেয়া হতে পারে এমন পরিমাণ দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া **২৯,১৩,৩১৭.৫৮ টাকা**
যেহেতু উপরে উল্লিখিত পরিমাণটি ব্যাংকের হিসাবের খাতায় ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার কাছ থেকে বকেয়া এবং প্রদেয়। এখন যেহেতু ঋণগ্রহীতা এখানে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অবহেলা করেছে, এবং ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে একটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তাই উপরে উল্লিখিত নামে আমি অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং এর উপ-ধারার অধীনে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দিচ্ছি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন১৩ এর সাব-সেকশন (২) অধীনে ঋণগ্রহীতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে এবং ঋণগ্রহীতার দায় পরিশোধের জন্য একত্রিতভাবে **২৯,১৩,৩১৭.৫৮ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ তের হাজার তিনশো সতেরো টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র)** উপরে বর্ণিত হিসাবে, এবং এর উপর **০১.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর** চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ যা সময়ে সময়ে ব্যাঙ্কের দ্বারা বহন করা হয়েছে তা সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করতে আহ্বান জানাচ্ছি, এতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের মূল্যে ও ঝুঁকিতে আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
আমরা ঋণগ্রহীতাগণকে আরও নোটিশ দিচ্ছিযে ৬০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং খরচ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন (১৩) এর সাব সেকশন (৪) অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে মুক্ত হব।
১) ঋণগ্রহীতার দাবি অনুযায়ী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকারের সাথে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে অনুমোদিত।
২) প্রক্রিয়ায় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হবে। অধিকন্তু সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন না হলে, ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবশিষ্ট বকেয়া পুনরুদ্ধারের অধিকার থাকবে।
৩) এই ডিমান্ড নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া রাশির বিষয়ে আরও দাবি করার অধিকার সহ ব্যাঙ্কের থাকতে পারে এমন অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটিকে বিবেচিত করা হবে না।
৪) আইনের ধারা ১৩(১৩) এই নোটিশের তারিখের পরে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় এই নোটিশে উল্লিখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখে এবং এর লঙ্ঘন উল্লিখিত বিধানটি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৫) এই ডিমান্ড নোটিশটি হল ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা এবং বকেয়া পরিমাণের সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা ঋণ গ্রহীতা/কোম্পানী/পরিচালক/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে অন্য যেকোনও অধীন পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করে দাবি করা আইনি প্রতিকার। ৬) ঋণগ্রহীতাকে আরও জানানো হচ্ছে যে তিনি আইনের ধারা ১৩(৮) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদটি মুক্ত করতে পারেন।

অনুমোদিত অফিসার

রেজিস্টার্ড অফিস কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার এম.এ.রোড, শ্রীনগর ১৯০০০১ কাশ্মীর, ভারত ফোন +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮১ ৯৩০-৩৫
ফ্যাক্স +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮ ১৯২৮ CIN: L65110JK1938SGC000048 ইমেল- info@jkbmail.com, ওয়েব- jkbank.net

যুবকের মৃত্যুতে বিক্ষোভ-অবরোধে খণ্ডযুদ্ধ, আহত পুলিশ সহ ৯, ধৃত ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, শাসন যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড শাসনে। মৃত্যু ঘিরে রহস্য বাড়ায় উত্তপ্ত এলাকা, রাতভর পথ অবরোধ, জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ, জখম পুলিশকর্মী-সহ ৯ জন। গ্রেপ্তার এক মহিলা সহ ৯ জন।

আলামিন সাহাজি নামে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হলো উত্তর ২৪ পরগনার শাসন থানার খড়িবাড়ি এলাকা। পরিবারের অভিযোগ, ওই যুবককে পিটিয়ে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তাঁদের ফিরিয়ে দেয়। রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজারহাট-বারাসত সড়কের ওপর মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধ তুলতে গেলে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। তাতে থানার আইসি-সহ পাঁচ পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে কয়েকজন বিক্ষোভকারীও জখম হয়েছেন। পুলিশকে মারধরের ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে বারাসত আদালতে তোলা হয়েছে। মৃত্যুর ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক মহিলাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে শাসনের মহিষগাদি এলাকায় আলামিন সাহাজি নামে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ওই যুবকের সঙ্গে স্থানীয় এক মহিলার সম্পর্ক ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। সম্প্রতি সেই সম্পর্কের অবনতি হয়। তারপরই আলামিনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, ওই যুবককে পিটিয়ে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, আলামিনের দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের লোকেরা শাসন থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের জানায়, ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ থানা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরেই এলাকায় উত্তেজনায় ছড়ায়।

Shyamnagar Gram Panchayat
Shyamnagar, Joypur, Bankura

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for execution of **6 nos.** development work under **15th CFC Fund** vide **e -Tender No. - NIET 15/ 2024-25/SNGP/15th CFC (TIED), Date: 14.11.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **14.11.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date (Online): **23.11.2024 up to 10.00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **25.11.2024 at 10.00 Hrs.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Pradhan
Shyamnagar Gram Panchayat

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 83/2024-25 & Memo No.: 2084, Date: 19.11.2024,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **11.12.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নং ঃ এম-৭১৬-সাইডিং-বিজেই-১১-২৪, তারিখ ১৪.১১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (মেক.), আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** ০২ (দুই) বছরের মেয়াদের জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে এসএসই (সি অ্যান্ড ডব্লু)/বিজেই-র অধীনে আদ্রা ডিভিসনে বোঝাই করার অযোগ্য ওয়াগনগুলির স্বস্থানস্থিত অবস্থায় মেরামতির কাজ। **বিভাগীয় মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ৯১,৪৬,৩৭৭.১৮ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা এবং **টেন্ডার খোলা হবে** ০৬.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টার পরে। ই-টেন্ডারের বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। **(PR-798)**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. T. No. 37/WS/ AMRUT/AMC/24-25 dt. 18.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e-quotation vide memo no. WBMAD/CM/WS/NIQ-5/2024-25, Tender **Id:-2024_MAD_770286_1, WBMAD/CM/ WS/ NIQ-6/2024-25, Tender Id:- 2024_MAD_770330_1 & WBMAD/CM/WS/NIQ-7/2024-25, Tender Id:-2024_MAD_770372_1** for supplying of Sodium Hypochlorite. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Government of West Bengal

Notice Inviting Quotation No. 01 of 2024-25 of Executive Engineer/ Burdwan Irrigation Division. Sealed quotations are invited by the undersigned for 1(One) number of work from reliable owner or supplier on daily hire charges basis for a period of 12 months as and when required. Last date of dropping is 27.11.2024 up to 13.00 Hrs. For details contact in office on any working day or log in to **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Burdwan Irrigation Division
Kanainatshal, Purba Bardhaman

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.E. EQ. No. 120/PW/ Eng/24 dt. 18.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC.

SE,
Asansol Municipal Corporation

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া। ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ২৩৬_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ডব্লু/বর্দ্ধমান ও এইএন/বর্দ্ধমানের অধীনে ৩৫৫টি ইউনিট বর্দ্ধমান কলোনি কোয়ার্টারের জন্য লিকি রুফ ট্রিটমেন্ট ওয়ার্ক-এর সংস্থান ও বর্দ্ধমান কলোনিতে বাহ্যিক সংস্কারের কাজের সংস্থান এবং লোকো, আমবাগান, ট্রাফিক ও ত্রিপাল কলোনি ব্লক নম্বর ৪৫৩, ৪৫৪, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৩৪, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪০২, ৪০৪, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৫২৮, ৫১০, ৫১১, ৫২৭ ইত্যাদির এবং লোকো সিক লাইন অফিস ও স্টোর ইত্যাদির ছিদ্রযুক্ত ছাদ ও ছাজ্জা মেরামতির সংস্থান। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৯৯,৭৭,০৫৩.৬০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৪৯,৯০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ২৬৫_২০২৪-২৫, তারিখঃ ১৪.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বর্দ্ধমানের অধীনে বর্দ্ধমানে ট্রাফিক কলোনির উন্নয়ন এবং লোকো কলোনি বর্দ্ধমানে কোয়ার্টারের শৌচাগার, স্নানাগার ও রান্নাঘর এবং বাহ্যিক সুরক্ষা, ড্রেন, সেপটিক ট্যাঙ্ক ও ফেন্সিং দেওয়ালের সংস্কারের সংস্থান। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৬৯,৪৫,০৫২.২৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৮৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-423/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Shyamnagar Gram Panchayat
Shyamnagar, Joypur, Bankura

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for execution of **8 nos.** development work under **15th CFC Fund** vide **e -Tender No. - NIET 16/ 2024-25/SNGP/15th CFC (TIED), Date: 14.11.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **15.11.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date (Online): **23.11.2024 up to 10.00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **25.11.2024 at 10.00 Hrs.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Pradhan
Shyamnagar Gram Panchayat

Shyamnagar Gram Panchayat
Shyamnagar, Joypur, Bankura

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for execution of **3 nos.** development work under **15th CFC Fund** vide **e -Tender No. - NIET 17/ 2024-25/SNGP/15th CFC (UNTIED), Date: 14.11.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **15.11.2024 at 17.00 Hrs.** Bid Submission End Date (Online): **23.11.2024 up to 10.00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **25.11.2024 at 10.00 Hrs.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Pradhan
Shyamnagar Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-BID

N.I.E. BID No. 30/31/ 32/WS/AMRUT/AMC/ 2024-2025 dt. 18.11.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." e_tender for- "Protection Work with Eucalyptus of Patel Nagar Pond with Construction of one Ghat in Ward No :- 22 under 15th FC (tied)". e-NIT No / eTender Ref No: 812/DDM/GEN/24-25 Dtd 14.11.2024 published on 16/11/2024, Last Date for Dropping Bids is 02.12.2024 and technical bid opening is 04.12.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি-র বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৮ (আট) ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইসর সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক) পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ১৬.১১.২০২৪ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৪.১২.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in

৯৮(৩)/২৪-২৫
১৮.১১.২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-TENDER

Memo. No. 2454/RM Date – 18.11.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-15e/2024-25/SL1 to SL6
Tender ID : 2024_MAD_770064_1 to 6
Name of the work : Installation Of Solar High Mast Light, Sloar Street Light & Construction Of Park Development Work In Different Wards (6 Nos) Under Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : **27.11.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/439/24-25 Dated 18.11.2024	Construction of bituminous road of Length - 132 m, Width-10.0 m At C5 Bus stand to Tally Nallah in Ward no.01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 12,36,955.00
WBMAD/ULB/ RSM/440/24-25 Dated 18.11.2024	Construction of bituminous road of length - 435 m, Width-6.0 m at Friends club near H/O. Binoy Dey in Ward no.02 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 26,01,778.00

Bid Submission end date: **04.12.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) **pnb punjab national bank** (Govt of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর -১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০ ০৭৫
সস্ত্র ডিভিশন, সার্কেল অফিস : কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং অন্যান্য নথিতথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়

সম্পত্তি লট (নিম্নে উল্লিখিত)	ডাক জমা দেবার শেষ তারিখ	সময় পর্যন্ত
ক্রম নং ১	অনলাইন : ০৪.১২.২০২৪	দুপুর ৩টে পর্যন্ত
ক্রম নং ২	অনলাইন : ২৬.১২.২০২৪	দুপুর ৩টে পর্যন্ত

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে টেবিলে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জমা দিতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ওয়েব পোর্টাল **(https://ebkray.in)** প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মে ই-নিলামের দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সাধারণকে স্বয়ং বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ডাক দাখিলের আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ/সময়
১.	ক) পিএনপি : কলকাতা-আর এন মুখার্জি রোড (বর্তমানে এমসিবি লায়ন্স রেঞ্জ) খ) মেসার্স রামচাঁদ অ্যাড সন্স স্বত্বা : শ্রী রমেশ কুমার পাঞ্জাবী জামিনদাতা : শ্রী রাজীব পাঞ্জাবী।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক স্পেস ২ এজরা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১ (প্রেমিসেস নং ২, ৩ এবং ৪, বর্তমানে মহারানাপ্রতাপ সরণি), থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, ব্লক নং ৫, হোল্ডিং নং১৬০, ওয়ার্ড নং ৪৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,এবং তদস্থিত নির্মাণ সমুদয়। **সম্পত্তির তপশিল :** সম্পত্তির মোট ঢাকা এরিয়া ১৪২৫ বর্গফুট সকল অংশ জমি এবং ভবন এরিয়া ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩০ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২, ৩ এবং ৪,এজরা স্ট্রিট, (বর্তমানে মহারানা প্রতাপ সরণি), এবং ব্লক -৫, হোল্ডিং নং ১৬০ নর্থ ডিভিশন, টাউন কলকাতা, থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪৫ অধীন, কলকাতা : ৭০০০০১। স্বত্বাধিকারী : রমেশ পাঞ্জাবী। **(সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)**	ক) ০৪.০৭.২০২২ খ) ৩,৬১,৮০,৪৭২.০৫ টাকা পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য সকল ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ২০.১০.২০২২	ক) ৬০৭.৫৬ লাখ টাকা খ) ৬০.৭৬ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭৩১৯৮১৩৩২৭)
২.	ক) পিএনবি : ও সি এইচ স্ট্রিট খ) এ/সি ব্লু অটোওয়ার্ল্ড প্রা লি.।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন ১৬.৫১৫ ডেসিমেল , অবস্থিত মৌজা : বারুয়া,জেএল নং ১৫২,আরএস দাগ নং ২০১এবং ২০১/৪৮১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৯৭, রায়গঞ্জ পৌর সংস্থা অধীন, থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর,সম্পত্তি মেসার্স ব্লু অটোওয়ার্ল্ড প্রা লি.-পূর্বতন মেসার্স নিউ মালদা ডিজেলস প্রা লি নামে পরিচিত এর নামে। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)।**	ক) ২৯.১১.২০২৩ খ) ৬,৪২,১৬,৯১৩.৯৩ টাকা সুদ সহ শেষ ধার্য সুদের তারিখ থেকে এবং অন্যান্য সকল ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) ২৯.০২.২০২৪	ক) ৫৬৩.৬২ লাখ টাকা খ) ৫৬.৩৬ লাখ টাকা গ) ০.১০ লাখ টাকা	২৬.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ (লেনদেনকারী অফিসারের যোগাযোগ নং ৭০৪৪৫০২০৬০)

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে'** https://ebkray.in।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে (**https://ebkray.in**) পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ০৪.১২.২০২৪ **মাধ্যমে (ক্রম নং ১) এবং ২৬.১২.২০২৪ (ক্রম নং ২)** নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের (**https://ebkray.in**) ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট (https://ebkray.in) মাধ্যমে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. (ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com)। আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://ebkray.in মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।**
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত i. **https://ebkray.in** ii. **www.pnbindia.in** সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয় পোর্টাল থেকে (**https://ebkray.in**)।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে (**https://ebkray.in**) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে ইন্টার-সে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর বিড থেকে বিডের পরিমাণ ন্যূনতম **১০,০০০.০০ টাকা** হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত হেল্প ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর (**support.ebkray@psballiance.com**) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যায়।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (মোবাইল নম্বরে/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।
১২. সুরক্ষিত সম্পদ সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক খাঁজ বেশি থেকে শুরু হবে।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম EMD পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, **'অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, A/c (A/C-এর নাম)** কলকাতায় প্রদেয় এর পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে কলকাতায় প্রদেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি আছে।
১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীনে (সাপেক্ষে হবে এবং সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময় TDS করতে হবে। বিডের পরিমাণ/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা যেকোনো সময় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পরিবর্তন করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।
১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে, এ ব্যাপারে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৮. সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে **'যেখানে আছে তেমনই' এবং 'যেমন আছে তাই আছে' এবং 'যা আছে ভিত্তি আছে'** ভিত্তিতে।
১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করে।
২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২৩. দরদাতাকে অবশ্যই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণে বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৪. একটি প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://ebkray.in/ www.pnbindia.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ১৯.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

J&K Bank

দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লিমিটেড
ইম্পেয়ার্ড অ্যাসেটস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
বি/ইউ কলকাতা মেইন (০১২৬)
৬ডি, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন: +০৩৩-২২৪৮৫৪৫৭
ই-মেইল: clacat@jkbmail.com

রেফা. নং - **Jkb/Calcat/2024-25** — তারিখ: ৩১.০৫.২০২৪

হাউজিং লোন এ/সি ০১২৬২৬৫৫০০০০০০৭১ এর সাপেক্ষে শ্রী বিপ্লব দাসের পক্ষে সরফায়েসি নোটিশ

রেজিস্টার্ড এ.ডি.

শ্রী বিপ্লব দাস — **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা**
ঠিকানা ১ পিতা- প্রয়াত শরৎ দাস
বাসস্থান- প্রেমিসেস নং.৩৪৪ নয়াবাদ মুকুন্দপুর পোস্ট ও থানা-মুকুন্দপুর, কলকাতা জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৯৯ মোবাইল-৯০৬২৫৬৩৫৪৫/৯১৬৩৭৪৬৬৮২
ঠিকানা ২ শ্রী বিপ্লব দাস — **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা**
পিতা- প্রয়াত শরৎ দাস, বাসস্থান- প্রেমিসেস নং ৩/১, ইয়েনি সরণি ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং 'ই', 'রজত অবন্তি' এর পেছনে, থানা-হরিদেবপুর, পোস্ট-জোকা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০১০৪ মোবাইল -৯০৬২৫৬৩৫৪৫/৯১৬৩৭৪৬৬৮২
ঠিকানা ৩ শ্রী বিপ্লব দাস — **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা**
পিতা- শরৎ দাস
এমপ্লয়ী নং : 20044002240 Pran/GPF এ/সি নং:- EDN/WB/22473
বিভাগ: টেকনিক্যাল এডুকেশন, ট্রেনিং এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট মোবাইল-৯০৬২৫৬৩৫৪৫/৯১৬৩৭৪৬৬৮২
অফিসের ঠিকানা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অফিস অফ দ্য প্রিন্সিপাল /প্রিন্সিপাল ইনচার্জ, ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ওয়ার্ড নং ১৬, কলেজ রোড, নাইয়া পাড়া, ডায়মন্ড হারবার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১৫৫

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় মহাশয়/গণ,

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এর পরে 'দ্য এক্ট' হিসাবে বলা হয়েছে) এর অধীনে এই ডিমান্ড নোটিশটি **জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে শ্রী সতপাল সিং আমার দ্বারা **৩১ মে, ২০২৪** তারিখে জারি করা হয়েছে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বন্দোবস্তের অধীন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, কারণগুলি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে

যেহেতু, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক ইউনিট, (কলকাতা প্রধান) (এরপরে ব্যাঙ্ক বলা হয়েছে) বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করেছে যার বিশদ এখানে নিম্নে দেওয়া হল -

ক) **গৃহায়ন ঋণ সুবিধা (০১২৬২৬৫৫০০০০০০৭১) ২২,৫২,৯০০/-টাকা (বাইশ লক্ষ বাহান্ন হাজার নয়শো টাকা মাত্র) আপনাকে ২৮.০৩.২০২৩ তারিখে মঞ্জুর করা হয়েছে (এখানে এরপরে ঋণগ্রহীতা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে)** । যেখানে উপরে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধা নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

প্রাথমিক নিরাপত্তা:

৩য় ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'ই' এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ কমবেশি ৯৮০ বর্গফুট এবং যার আছে ৩ রুম, ১ ডাইনিং কাম কিচেন, ২. টয়লেট, ১ বারান্দা সমন্বিত যা প্রায় ৩.৯৩ কাঠা পরিমাপের জমির উপর একটি নবনির্মিত প্লটের উপর নির্মিত ভবনে এবং মৌজা জোকা, জেএল নং ২১, তৌজি নং ৪ আরএস খতিয়ান নং ৪৪৬-এর অধীনে আরএস ও এলআর দাগ নং ৬৫৮-এর অধীনে অবস্থিত, এলআর খতিয়ান নং. ৯৬৭ প্রেমিসেস নং ৩/ ১, ইয়েনি সরণী, কলকাতা-৭০০১০৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১৪৪-এর সীমার মধ্যে মূল্যায়ন নং ৭১১৪৪১৯০১৩৭২- সেইসঙ্গে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সাধারণ অংশের শেয়ার, এলাকা এবং সুবিধার আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ সহ উল্লিখিত আবাসিক অংশের শেয়ার এবং সেইসঙ্গে উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক, অবিভাজ্য এবং অবিভাজ্য শেয়ার যেখানে উল্লিখিত ফ্ল্যাটটি অবস্থিত এবং সাধারণ এলাকা, স্থাপনা, সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা এবং উল্লিখিত জমির স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ সহ।

জামানত নিরাপত্তা- শূন্য

যেহেতু উপরোক্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাটি ব্যাংকের অনুকূলে উপরোক্ত উল্লেখিত সম্পত্তিগুলিতে (সুরক্ষিত সম্পদ) নিরাপত্তা সুদ তৈরি করার পরে ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনি গ্রহণ করেছিলেন।
যেহেতু, ঋণগ্রহীতা উপরোক্ত উল্লেখিত অনুমোদন পত্র/গুলি এবং ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতার দ্বারা সম্পাদিত নথিতে বিধৃত অন্যান্য শর্তাবলী অনুযায়ী ক্রেডিট সুবিধা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলস্বরূপ ঋণগ্রহীতার হাউজিং লোন অ্যাকাউন্ট **০১২৬২৬৫৫০০০০০০৭১** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা অনুসারে ২৯.০৫.২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্ক দ্বারা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে । লোন অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সুবিধা	অনুমোদিত সীমা	সীমা প্রাপ্তি	এনপিএ -এর তারিখ	এনপিএ -এর পরিমান	অধার্যকৃত সুদ	পুনরুদ্ধার	২৯.০৫.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া
১	হাউজিং লোন ০১২৬২৬৫৫০০০০০০৭১	২২,৫২,৯০০ টাকা	২২,৫২,৯০০ টাকা	২৯.০৫.২০২৪	২২,২৪,০১২ টাকা	৫২,৬৯৫.২৮ টাকা	শূন্য	২২,৭৬,৭০৭.২৮ টাকা
	মোট							মোট ২২,৭৬,৭০৭.২৮

২৯.০৫.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া **২২,৭৬,৭০৭.২৮ টাকা**

যেহেতু উপরে উল্লিখিত পরিমাণটি ব্যাংকের হিসাবের খাতায় ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার কাছ থেকে বকেয়া এবং প্রদেয়। এখন যেহেতু ঋণগ্রহীতা এখানে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অবহেলা করেছে, এবং ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টকে একটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তাই উপরে উল্লিখিত নামে আমি অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং এর উপ-ধারার অধীনে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দিচ্ছি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন১৩ এর সাব-সেকশন (২) অধীনে ঋণগ্রহীতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে এবং ঋণগ্রহীতার দায় পরিশোধের জন্য একত্রিতভাবে **২২,৭৬,৭০৭.২৮ টাকা (বাইশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাত শত সাত টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র)** উপরে বর্ণিত হিসাবে, এবং এর উপর **৩০.০৫.২০২৪ থেকে কার্যকর** চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ যা সময়ে সময়ে ব্যাঙ্কের দ্বারা বহন করা হয়েছে তা সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করতে আহ্বান জানাচ্ছি, এতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের মূল্যে ও ঝুঁকিতে আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

আমরা ঋণগ্রহীতাগণকে আরও নোটিশ দিচ্ছিয়ে ৬০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং খরচ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন (১৩) এর সাব সেকশন (৪) অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে মুক্ত হব।

১) ঋণগ্রহীতার দাবি অনুযায়ী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকারের সাথে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে অনুমোদিত।
২) প্রক্রিয়ায় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হবে। অধিকন্তু সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন না হলে, ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবশিষ্ট বকেয়া পুনরুদ্ধারের অধিকার থাকবে।
৩) এই ডিমান্ড নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া রাশির বিষয়ে আরও দাবি করার অধিকার সহ ব্যাঙ্কের থাকতে পারে এমন অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটিকে বিবেচিত করা হবে না।
৪) আইনের ধারা ১৩(১৩) এই নোটিশের তারিখের পরে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় এই নোটিশে উল্লিখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখে এবং এর লঙ্ঘন উল্লিখিত বিধানটি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
৫) এই ডিমান্ড নোটিশটি হল ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা এবং বকেয়া পরিমাণের সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা ঋণ গ্রহীতা/কোম্পানী/পরিচালক/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে অন্য যেকোনও অধীন পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করে দাবি করা আইনি প্রতিকার। ৬) ঋণগ্রহীতাকে আরও জানানো হচ্ছে যে তিনি আইনের ধারা ১৩(৮) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদটি মুক্ত করতে পারেন

সতপাল সিং
অনুমোদিত অফিসার

রেজিস্টার্ড অফিস কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার এম.এ.রোড, শ্রীনগর ১৯০০০১ কাশ্মীর, ভারত ফোন +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮১ ৯৩০-৩৫
ফ্যাক্স +৯১ (০)১৯৪ ২৪৮ ১৯২৮ CIN: L65110JK1938SGC000048 ইমেল- info@jkbmail.com, ওয়েব- jkbank.net

গম্ভীরই ভারতের 'অ্যাকিলিস হিল'

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ানরা তাহলে ভারত দলের 'আসল' দুর্বল জায়গাটা পেয়ে গেছে! বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মার ছন্দহীনতা নয়, অস্ট্রেলিয়ার সাবেকদের কাছে ভারতের দুর্বল জায়গা হিসেবে ধরা দিয়েছে তাদের কোচ গৌতম গম্ভীর। তাই তো বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি নামে পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ানদের কথার তির এখন ছুটছে ভারতের সেই 'অ্যাকিলিস হিল' গম্ভীরের দিকে। রিকি পন্টিং-টিম পেইনদের 'দোসর' হিসেবে আছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভনও। এমন সময়ে অবশ্য গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।

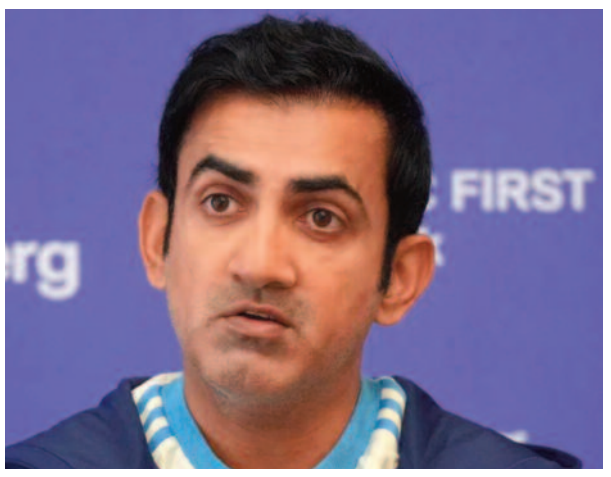

দুর্বল জায়গা খোঁজো, সেখানে আঘাত করো;অস্ট্রেলিয়ানদের পুরোনো কৌশল এটা। যেকোনো সিরিজের আগে প্রতিপক্ষের দুর্বল জায়গা খুঁজে বারবার কথার তিরে বিদ্ধ করে অস্ট্রেলিয়ানরা। উদ্দেশ্য, সিরিজ শুরুর আগেই যেন প্রতিপক্ষকে অনেকটা ঘায়েল করে ফেলা যায়। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক পন্টিংয়ের কাছে মনে হয়েছিল, ভারত দলের এবারের 'দুর্বল জায়গা' কোহলির ছন্দহীনতা। আইসিসির ক্রিকেট রিভিউ ভিডিওতে তিনি সেটা নিয়েও কথা বলেছিলেন। নাহ্, পন্টিং কঠিন কিছু বলেননি। শুধু গুরুত্বপূর্ণ একটা সিরিজের আগে কোহলির ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গম্ভীর অবশ্য সেটাকেই খোঁচা বা স্লেজিং হিসেবে নিয়েছেন। এ কারণেই হয়তো অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ভারতে সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাদিকেরা যখন বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেন, গম্ভীর তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন! পাল্টা প্রশ্ন করেন;ভারতের ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের এত মাথাব্যথা কেন! অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ককে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট নিয়েই ভাবতে পরামর্শ দেন ভারতের এই কোচ।

গম্ভীরের এই উত্তর আবার ভালো লাগেনি অস্ট্রেলিয়ার আরেক সাবেক অধিনায়ক পেইনের। পন্টিংকে নিয়ে গম্ভীরের এ মন্তব্যের বিষয়ে পেইন বলেছেন, 'ওটা আমার ভালো লাগেনি। এটা ভালো কোনো উদাহরণ নয়। কারণ, পন্টিং শুধু সাধারণ একটা প্রশ্ন করেছিল। আমার মনে হয় সে (গম্ভীর) পন্টিংকে এখনো খেলোয়াড়ের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে। কিন্তু রিকি এখন ধারাভাষ্যকার। মতামত দেওয়ার জন্য তাঁকে টাকা দেওয়া হয়। আর মতামত যেটা দিয়েছে, সেটা সঠিকও।'

খিটখিটে মেজাজের গম্ভীর ভারতের কোচ হিসেবে মানানসই নয় বলেও মন্তব্য করেন পেইন।

ওদিকে ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টে গম্ভীরকে নিয়ে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক ভন বলেছেন, 'পন্টিংকে নিয়ে গম্ভীর যা বলেছে, সেটা আমার পছন্দ হয়নি। এমন কোনো নিয়ম নেই যে সাবেক একজন খেলোয়াড় একটি দল নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা করতে পারবে না। ভারতে অনেকটা সময় কাটানো ম্যাথু হেইডেনের যেমন ভারতের খেলোয়াড় বা পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলার অধিকার আছে।'

ভন এরপর মজা করে বলেন, 'গম্ভীরের যুক্তি অনুযায়ী, আমার অস্ট্রেলিয়ায় ধারাভাষ্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু ক্রিকেটে এটা হয় না। খেলাটির সৌন্দর্য বৈশ্বিকতায় এবং সাবেক খেলোয়াড়দের বিশ্লেষণেই নিহিত।' ভন কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ায় বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে ভারতের সম্ভাবনা নিয়েও। এখানে যেন ভন সতর্কই করে দিলেন গম্ভীরকে, 'অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ গম্ভীরের জন্য সহজ হবে না। অস্ট্রেলিয়ানরা ভালো ছন্দে আছে এবং ভারত একটি ম্যাচ হারলে গম্ভীর চাপের মুখে কী করে, সেটা দেখতে পারাটা দারুণ ব্যাপার হবে।'

চারদিক থেকে গম্ভীরের দিকে ছুটে আসা এই সমালোচনা ভালো লাগেনি সৌরভের। গম্ভীরের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি যা বলেছেন, সেটার মর্মার্থ এ রকম;গম্ভীরকে এভাবে খেপিয়ে তোলার বিষয়টি অস্ট্রেলিয়ানদের একটি কৌশল! রেভস্পোর্টসে সৌরভ তাঁর কথা শুরু করেছেন এভাবে, 'আমি বলতে চাই, তাকে (গম্ভীর) তার মতো থাকতে দিন। সে সংবাদ সম্মেলনে যা বলেছে, তা নিয়ে আমি কিছু সমালোচনা দেখেছি। সে এ রকমই, তাকে এ রকমই থাকতে দিন...সোজাসাপটা কথাকে ভালোভাবে দেখা হয় না। কিন্তু সে তো এ রকমই।' সৌরভ এরপর যোগ করেন, 'আমি যখন থেকে ক্রিকেট দেখি, অস্ট্রেলিয়ানরা এ রকমই। তারা সব সময়ই আপনার জন্য কঠিন হবে। ওয়াহ, পন্টিং বা হেইডেন হোক, তারা ক্রিকেটটা এভাবেই খেলে। তাই আমার কাছে মনে হয়, গম্ভীর যা বলেছে, সেটাতে কোনো ভুল নেই। সে এ রকমই, সে লড়াই করে, সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাই তাকে একটি সুযোগ দিন।'

বুমরাদের চোখে চোখ রেখে খেলতে চান, অস্ট্রেলিয়ার নতুন ওপেনার নাথান ম্যাকসুইনির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর নতুন ওপেনার খোঁজার জন্য হাতড়াচ্ছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ঘরোয়া ক্রিকেটে খুঁজতে গিয়ে উঠে আসছিলেন সেই পুরনো মুখেরাই। তবে নির্বাচকদের পরিশ্রম সার্থক করলেন একজনই। নাথান ম্যাকসুইনি। পার্থ টেস্টে যাঁর অভিষেক প্রায় নিশ্চিত। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে তরুণদের মধ্যে সবার আগে নাম উঠে এসেছে তাঁর। নির্বাচকেরাও দলে নিতে দেরি করেননি।

২০২১-২২ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটের মরসুম শুরুর আগে কুইন্সল্যান্ড থেকে দল বদলে সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় চলে গিয়েছিলেন ম্যাকসুইনি। তখন মাত্র পাঁচটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। কেউ খুব একটা মাথা ঘামাননি। তিনটি গ্রীষ্মের পর সেই ম্যাকসুইনিই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। কুইন্সল্যান্ডের প্রাক্তন সতীর্থ উসমান খোয়াজার সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে ওপেন করবেন তিনি। সামলাতে হবে যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজদের।

দলে জায়গা আদায় করে নেওয়ার কৃতিত্ব পুরো ম্যাকসুইনিরই। প্রতি মরসুমে নিজেকে উন্নত করেছেন। সাম্প্রতিক কালে ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর চেয়ে বেশি সাফল্য কারও নেই। সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার একটা সিদ্ধান্তই তাঁর জীবন বদলে দিয়েছে। ম্যাকসুইনি যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত সাউথ অস্ট্রেলিয়া বিধ্বস্ত একটি দল ছিল। টানা দুই মরসুম শেফিল্ড শিল্ডে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি। সেই কাঙ্খিত জয় আসে ম্যাকসুইনি দলে যোগ দেওয়ার পর। অপরাজিত ৯৯ রান করে দলকে জিতিয়েছিলেন।

পরের মরসুমের প্রথম ম্যাচে ম্যাকসুইনিরই শতরানে আবার জেতে সাউথ অস্ট্রেলিয়া। তার পরের ম্যাচে আবার শতরান এবং আবার দলের জয়। তত দিনে নিজেকে সাউথ অস্ট্রেলিয়া দলে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন ম্যাকসুইনি।

ম্যাকসুইনির উত্থানের নেপথ্যে অন্যতম কারণ হল তাঁর ঠান্ডা মাথা। ক্রিজে নেমে শান্ত থাকতে পারেন। সব সময় নিজের উন্নতির চেষ্টা করেন। কিছু শেখার চেষ্টা করেন। বার বার দলকে সমস্যার থেকে বার করে এনেছেন। নিজের সেরাটা দিয়েছেন। ২০২২-২৩ মরসুম শেষ হওয়ার আগেই অস্ট্রেলিয়ার 'এ' দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন ম্যাকসুইনি। তা-ও আবার অধিনায়ক হিসাবে। নিউ জল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে পর পর দু'টি অর্ধশতরান করে নির্বাচকদের আস্থার দাম রাখেন।

২০২৩-২৪ মরসুমে তাঁকে সাউথ অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক করে। নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে শতরান করে মরসুম শুরু করেন ম্যাকসুইনি। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর শতরানে গাব্বায় এক দশক পর জেতে সাউথ অস্ট্রেলিয়া। তত দিনে ব্যাটিং অর্ডারে তিনে উঠে এসেছেন ম্যাকসুইনি। তিনে নেমে মাত্র পঞ্চম ইনিংসে শতরান করেন তিনি। গত বছর অক্টোবরেই টেস্ট দলে ঢোকার দাবি জোরালো করেছিলেন।

ওয়ার্নারের জায়গায় কাকে নেওয়া হবে তা ভেবে চুল ছেঁড়ার দশা হয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের। ম্যাকসুইনি আগে থেকেই তাঁদের নজরে ছিলেন। কিন্তু পুরনো দুই মুখ মার্কাস হ্যারিস এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফ্টকে নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছিল। ছিলেন তরুণ স্যাম কনস্টাসও। তবে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের হয়ে ভারত 'এ' দলের বিরুদ্ধে ম্যাকসুইনির ইনিংস টেস্ট দলে তাঁর জায়গা পাকা করে দেয়। মুকেশ কুমার এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বোলিং সামলে ৮৮ রান করে দ্বিতীয় ম্যাচে দলকে জেতান। ম্যাচের পরের দিনই দলে জায়গা পান।

দেখে কে বলবে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছেন! মাঠে নামার আগেও ঠান্ডা মানসিকতা। সোমবার ম্যাকসুইনি বলেছেন, যে কাজ আমাকে দেওয়া হয়েছে তা ভাল ভাবেই করতে পারব। নিজের সেরা ব্যাটিংটাই করছি। আশা করি শুক্রবার নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারব।দ সমালোচনা কি কানে ঢুকেছে? ম্যাকসুইনির সপাটে হুক, তসমালোচনা তো হবেই। যে কোনও নতুন ক্রিকেটার দলে এলেই সমালোচিত হতে হয়। দেশের হয়ে খেলতে নামলে এ সব সহ্য করাও শিখতে হয়। যাঁরা এ ধরনের চাপ সামলে অভিজ্ঞ তাঁদের কথা শুনে নিজেকে তৈরি করেছি। আমার পাশে অনেকে রয়েছে। তাদের গর্বিত করতে চাই।

ফ্রান্সের 'আসল রূপ', ইসরায়েলের চমক আর হলান্ডের আরেকটি হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতালিকে গ্রুপের শীর্ষস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের 'আসল রূপ' দেখিয়েছে ফ্রান্স। লিগ 'এ',এর গ্রুপ ২,এর ম্যাচে আদ্রিয়েঁ রাবিওর জোড়া গোলে ফ্রান্সের জয় ৩,১ গোলে। সান সিরোর চেনা পরিবেশে ম্যাচের ২ মিনিটেই রাবিওর গোলে পিছিয়ে পড়ে ইতালি। স্বাগতিকদের বিপদ আরও বাড়ে ৩৩ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে।

তবে ৩৫ মিনিটে আন্দ্রেয়া কাম্বিয়াসোর গোলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয় ইতালি; যদিও শেষরক্ষা হয়নি। বিরতির পর ম্যাচের ৬৫ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করে ফ্রান্সের জয় নিশ্চিত করেন রাবিও। এ জয়ের পর ৬ ম্যাচ শেষে ইতালি ও ফ্রান্সের পয়েন্ট সমান ১৩ করে। তবে গোল, পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় ফ্রান্সের অবস্থান শীর্ষে।

জোড়া গোলে দলকে দারুণ জয় এনে দেওয়ার পর রাবিও বলেছেন, 'অনেক দিন পর আমরা এমন পারফরম্যান্স দেখালাম। দল যেভাবে লড়াই করেছে ও নিবেদন দেখিয়েছে, তা আলাদাভাবে উল্লেখ করার মতো। এটাই ফ্রান্সের আসল রূপ।'

সান সিরোর ৬৮ হাজার দর্শকের সামনে ইতালির পারফরম্যান্স বেশ হতাশাজনক ছিল। নেশনস লিগজুড়ে দারুণ খেলতে থাকা দলটিকে এই ম্যাচে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ম্যাচ শেষে ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি বলেছেন, 'আজ (গত রাতে) আমাদের খেলায় মানের অভাব ছিল। আমরা যেভাবে খেলেছি, সেটা ভালো ছিল না। বল পায়ে অনেক ভুলও করেছি।'

হঠাৎ দেখলে কারও মনে হতে পারে, এটা কি সেই বেলজিয়াম, যারা তিন বছর আগেও ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিল! দুঃসময় কাটাতে থাকা বেলজিয়াম এবার হেরেছে শক্তি, সামর্থ্যে অনেক পিছিয়ে থাকা ইসরায়েলের কাছে। ফ্রান্সকে আগের ম্যাচে রুখে দেওয়া ইসরায়েল বুদাপেস্টে কাল বেলজিয়ামকে হারিয়েছে ১,০ গোলে। ম্যাচজুড়ে বল দখলে আধিপত্য বিস্তার করেও গোলের দেখা পায়নি বেলজিয়াম। উল্টো ৮৬ মিনিটে ইয়ারদেন সুহার একমাত্র গোলে ইসরায়েল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

বেলিজয়ামকে হারিয়ে চমক দেখালেও ইসরায়েলের তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। অবনমিতই হতে হচ্ছে তাদের। বেলজিয়ামের অবনমন নিশ্চিত করতে হলে গতকাল রাতে তাদের জিততে হতো ৩,০ গোলে। সেটা না হওয়ায় লিগ 'এ',এর গ্রুপ ২,এ তলানিতেই থাকতে হচ্ছে ইসরায়েলকে। অন্যদিকে বেলজিয়ামকে আগামী মার্চে খেলতে হবে রেলিগেশন প্লে, অফে। বেলজিয়াম যত দ্রুত সম্ভব দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে চাইবে। এ নিয়ে টানা ৫ ম্যাচ জিততে ব্যর্থ হলো ইউরোপের শক্তিশালী দলটি।

এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। আর্লিং হলান্ডের হ্যাটট্রিক তো নৈমত্তিক ব্যাপারই। তবে এবার হলান্ড হ্যাটট্রিক করেছেন জাতীয় দলের হয়ে। ম্যানচেস্টার সিটির এই তারকা স্ট্রাইকারের হ্যাটট্রিকে কাজাখস্তানকে ৫,০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নরওয়ে। এ জয়ে লিগ 'বি',এর গ্রুপ ৩,এ শীর্ষেই থাকল নরওয়ে। পাশাপাশি এ জয়ে লিগ 'এ'তেও উঠে এসেছে নরওয়ের।

ম্যাচের ২৩ মিনিটে নরওয়ের গোল,উৎসবের শুরু করেন হলান্ডই। এরপর ৩৭ ও ৭১ মিনিটে করেন আরও দুই গোল। এটি হলান্ডের ক্যারিয়ারে ২৫তম হ্যাটট্রিক। সিটির হয়ে এই কাজ অবশ্য প্রায়ই করতে দেখা যায় হলান্ডকে। তাই হয়তো ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুই শব্দের এক পোস্টে লিখেছেন, 'নরওয়ের জন্য'।

গত রাতের অন্য ম্যাচে প্রতিবেশী আয়ারল্যান্ডকে ৫,০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে গোলগুলো করেন আলাদা ৫ জন খেলোয়াড় এবং প্রতিটি গোলই এসেছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৩ মিনিটে গোলের শুরুটা করেন অধিনায়ক হ্যারি কেইন।

গ্যালারি থেকে মেসির দিকে উড়ে এল বোতল, লিয়োর কাছে ক্ষমা চাইলেন প্যারাগুয়ের ফুটবলার

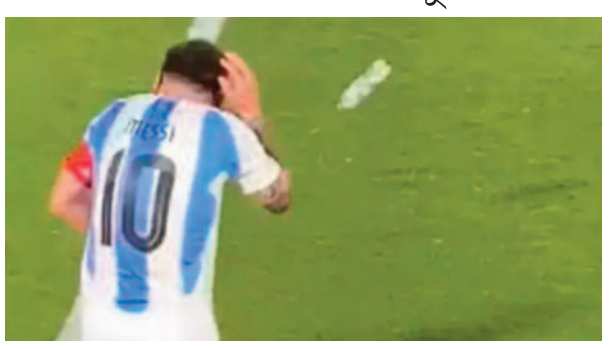

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলা শুরুর আগে থেকেই ম্যাচের উত্তাপ বাড়ছিল। প্যারাগুয়ে ফুটবল সংস্থা জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের দেশের কোনও সমর্থক আর্জেন্টিনার জার্সি পরে মাঠে ঢুকতে পারবেন না। খেলা শেষেও উত্তাপ থামেনি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছে প্যারাগুয়ে। সেই ম্যাচে গ্যালারি থেকে মেসির দিকে বোতল ছোড়া হয়েছে। এই ঘটনার পরে ক্ষমা চেয়েছেন প্যারাগুয়ের ফুটবলার।

খেলা শেষে মেসি যখন মাঠ ছাড়ছিলেন তখন গ্যালারি থেকে বেশ কয়েকটি বোতল মেসির কাছে গিয়ে পড়ে। পরিস্থিতি দেখে মেসিকে ঘিরে ফেলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি প্যারাগুয়ের ফুটবলার ওমার আলদেরেত। খেলা শেষে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে ওমার লেখেন, তপ্রিয় মেসি, দেশের সকলের হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তোমার দিকে বোতল ছোড়া হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। তুমি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আদর্শ।দ প্যারাগুয়েতেও যে মেসিকে অনেকে ভালবাসে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ওমার। তিনি লেখেন, তএই ঘটনার জন্য আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি। মনে রেখো, আমাদের দেশেও তোমার ভক্তের সংখ্যা কম নয়।দ

প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে শুরুতে লাউতারো মার্তিনেসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু পরে আন্তোনিয়ো সানাবরিয়া ও ওমার দু'টি গোল করে দলকে জিতিয়ে দেন। গোটা ম্যাচে মেসিকে সে ভাবে দেখাই যায়নি। প্যারাগুয়ের রক্ষণে আটকে যান তিনি। এই ম্যাচের পরও ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বে সকলের উপরে রয়েছে আর্জেন্টিনা। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে প্যারাগুয়ে।

কল্যানী স্টেডিয়ামে গোলের বন্যা বাংলার। সোমবার সন্তোষ ট্রফির বাছাই পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তর প্রদেশ কে ৭-০ গোল হারালো বাংলা। শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে বাংলার ছেলেরা। ৮ মিনিটে মনতোষ মাঝি প্রথম গোলের মুখ খুলে দলকে এগিয়ে দেন। ১১ মিনিটেই দলের দ্বিতীয় গোল রবি হাঁসদার। তার পর থেকে গোল করার ক্ষেত্রে রবি ও মনোতোষ এর যুগলবন্দী শুরু হয়। যার দৌলতে বিরতির আগেই ৫-০ গোলে এগিয়ে যায় বাংলা। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই আবার গোল ম্যাজিক শুরু বাংলার । ৪৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রবি হাঁসদা। শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল বাংলার অনুকূলে ৭-০। এর আগে সোমবার সকালে অন্য ম্যাচে ঝাড়খণ্ড ৫-৩ গোলে বিহার কে হারায়। টানা দুই ম্যাচে জয়ের ফলে বাংলা এখন গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে। বুধবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে বাংলা বিহারের মুখোমুখি হবে।

স্টয়নিস ঝড়ে পাকিস্তানকে লণ্ডভণ্ড করল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র কদিন আগেই তো অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডে সিরিজ জিতল পাকিস্তান, তাহলে আবার এই কথা কেন;এমন প্রশ্ন করতেই পারেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটটা যেহেতু এখন তিন সংস্করণের, তাই প্রথম লাইনটা এমন করে লেখা গেছে। টি-টোয়েন্টিতে যে অস্ট্রেলিয়ায় অস্ট্রেলিয়াকে এখনো হারাতে পারল না পাকিস্তান। ডাউনআন্ডারে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সাত ম্যাচে খেলে ছয়টিতেই হেরেছে দলটি, শেষ হতে পারেনি অন্য ম্যাচটি। সর্বশেষ হারটি আজ হোবার্টে।

আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তান রীতিমতো উড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। নিয়মিত অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানকে বিশ্রাম দিয়ে মাঠে নামা পাকিস্তান অলআউট হয় ১১৭ রানে। মার্কাস স্টয়নিসের ঝড়ে রানটা ৮.২ ওভার ও ৭ উইকেট হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। তাতে তিন ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করল জশ ইংলিসের দল।

রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া ৩০ রানে ২ উইকেট হারানোর পর উইকেটে গিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালান স্টয়নিস। পেস বোলিং অলরাউন্ডার ২৭ বলে অপরাজিত ছিলেন ৬১ রানে। ৫টি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন স্টয়নিস, ছক্কাগুলোও কী বিশাল বিশাল!

স্টয়নিসের পর অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান অধিনায়ক ইংলিসের। ২৪ বলে ২৭ রান করেছেন স্টয়নিসকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ৫৫ রান যোগ করা ইংলিস। এ ছাড়া ওপেনার জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ১১ বলে করেছেন ১৮ রান। ফ্রেজার-ম্যাগার্ককে ফিরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম উইকেট পেয়েছেন পাকিস্তানের অভিষিক্ত বাঁহাতি পেসার জাহানদাদ খান।

পাকিস্তান ম্যাচটি খেলেছে আগা সালমানের নেতৃত্বে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের তৃতীয় ম্যাচেই নেতৃত্ব পাওয়া সালমান টসে জিতে ব্যাটিং বেছে নেন। দ্বিতীয় ওভারে সাহিবজাদা ফারহানকে হারালেও শুরুটা খারাপ ছিল না পাকিস্তানের। ৬.৪ ওভারেই আর কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬১ রান তুলে ফেলে দলটি। অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ১৯ বলে ২৪ রান

করা হাসিবউল্লাহ খানকে ফেরানোর পর ধসের সূচনা পাকিস্তান ইনিংসের।

তিন ওভারের মধ্যে ১ উইকেটে ৬১ থেকে ৪ উইকেটে ৭০ হয়ে যায় পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিপদটা আরও বাড়ে ১৩তম ওভারে বাবর আজমের বিদায়ে। দলটির সাবেক অধিনায়ক ওপেন করতে নেমে ২৮ বলে করেছেন ইনিংস-সর্বোচ্চ ৪১ রান।

৯১ রানে বাবর ফেরার পর আর মাত্র ২৬ রানই যোগ করতে পারে পাকিস্তান।

অস্ট্রেলিয়ার পেসার অ্যারন হার্ডি ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে পেয়েছেন সর্বোচ্চ ৩ উইকেট। তবে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের ডানা মেলতে না দেওয়ার মূল কারিগর জাম্পা। ২ উইকেট নিতে ৪ ওভারে মাত্র ১১ রানই দিয়েছেন এই লেগ স্পিনার।

১৮.১ ওভারে পাকিস্তান ১১৭ রানে অলআউট হতেই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় টি-টোয়েন্টিতে টানা দ্বিতীয় সিরিজে ধবলধোলাই হতে যাচ্ছে পাকিস্তান। গত মে মাসে ইংল্যান্ডেও যে দুই ম্যাচের সিরিজে দুই ম্যাচেই হেরেছিল পাকিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ১৮.১ ওভারে ১১৭ (বাবর ৪১, হাসিবউল্লাহ ২৪, আফ্রিদি ১৬; হার্ডি ৩/২১, জাম্পা ২/১১, জনসন ২/২৪)।

অস্ট্রেলিয়া ১১.২ ওভারে ১১৮/৩ (স্টয়নিস ৬১*, ইংলিস ২৭, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ১৮; জাহানদাদ ১/১৭)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী।

সিরিজ ৩-ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৩-০-তে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ মার্কাস স্টয়নিস

ম্যান অব দ্য সিরিজ স্পেনসার জনসন

কোহলির কাছে অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরি চান 'চরম শত্রু' জনসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ জগতে তাহলে 'শত্রু'র ভালো চাওয়ার মানুষও আছে! সেটাও আবার নিজের দেশের বিপক্ষে। গল্পটা অস্ট্রেলিয়া,ভারত ক্রিকেট লড়াই এবং মিচেল জনসন ও বিরাট কোহলির। একটা সময় মাঠে কী ভয়ানক 'শত্রুতা'ই না ছিল জনসন,কোহলির। ২০১৪,১৫ মৌসুমের বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফিতে মাঠে দুজনের বিতণ্ডা চরমেই পৌঁছেছিল।

পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ফাস্ট বোলার বিরাট কোহলির ভালো চাইছেন। সেটাও আবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবারের বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফিতে। কী সেই ভালো চাওয়া? সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান যেন অস্ট্রেলিয়ায় আরেকটি সেঞ্চুরি করেন!

আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান কোহলি সাম্প্রতিক সময়ে টেস্ট ক্রিকেটে যেন নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ২৯টি সেঞ্চুরি, কিন্তু সর্বশেষ চার বছরে মাত্র দুটি। এ নিয়ে 'আইসিসি রিভিউ'তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং।

তবে জনসন যেন সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাইলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোহলির পারফরম্যান্স বরাবরই ভালো।

১১৮ টেস্ট খেলে করা ২৯টি সেঞ্চুরির ৬টিই তিনি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, সেটাও ১৩ টেস্টে। কোহলির ক্যারিয়ার গড় ৪৭.৮৩, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটা ৫৪.০৮।

বয়স হয়ে গেছে ৩৬, এটাই হয়তো কোহলির শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে যাচ্ছে। জনসন চাইছেন, অস্ট্রেলিয়ায় শেষটা রাঙিয়ে দিন কোহলি। দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকায় এক কলামে জনসন লিখেছেন, '৩৬ বছর বয়সীর এটাই হয়তো শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে সে ভালো করেছে। সম্প্রতি সে সেরা ছন্দে নেই এবং প্রচুর ভারতীয় সমর্থকের উপস্থিতিতে এখানে আবার পারফর্ম করার জন্য চাপে থাকবে।'

জনসন এরপর যোগ করেন, 'দেখি, পরিস্থিতি তাকে আরও দৃঢ় করে, নাকি অতিরিক্ত চাপ হয়ে আসে। এখন একজন ভক্ত হিসেবে খেলা দেখছি, হয়তো আমি অস্ট্রেলিয়ায় আরেকটি সেঞ্চুরি করতে দেখতে চাইব। এক দশক আগে হয়তো তার শত্রু ছিলাম, এখন তো নয়।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**